এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **নুরুল ইসলাম নাহিদ**, এমপি
মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা : **মোঃ নজরুল ইসলাম খান**
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **মোঃ নূরুল আমিন**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ : **জনাব মোঃ আবুল ইসলাম**
উপ পরিচালক (উপ-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

জনাব আফসানা কবির
সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (উপসচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ
সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

জনাব মুহম্মদ মনিরুল হক
সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

জনাব অসীম কুমার পাল
সহকারী প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

ডিজাইন ও মুদ্রণ : **নকশী কর্পোরেশন লিমিটেড**
৫৯/৩/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

Nurul Islam Nahid M.P
Minister
Ministry of Education
Government of the people's
Republic of Bangladesh

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

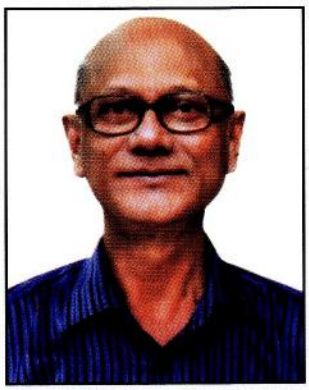

বাণী

তারিখ: অক্টোবর ০৪, ২০১৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি প্রকাশনা বের করছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে আমি প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শিক্ষায় বিনিয়োগ সেরা বিনিয়োগ। আর তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে দেশ সেবার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে নিয়েছে নানা উদ্যোগ। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রভৃতি পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাগত ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ শিশুভর্তি সম্ভব হয়েছে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে, মোট ছাত্রীসংখ্যা ছাত্র সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে। বেঁধে দেয়া সময়ের ৩ বছর পূর্বেই আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে জাতিসংঘের এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হই। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারের শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচির ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষিতে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানের জন্য গঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ট্রাস্ট এর কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার বিষয়ে উল্লিখিত প্রকাশনা থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' প্রকাশনার সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি)

বাণী

মো: নজরুল ইসলাম খান
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি প্রকাশনা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একটি দক্ষ ও সুশিক্ষিত জাতি গঠনের জন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। সুশিক্ষিত ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়াসে শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার বিবেচনায় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদের ধারাবাহিকতায় বর্তমান মেয়াদে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে প্রণীত I. C. T. in Education Master Plan বাস্তবায়নের কাজ চলছে। একবিংশ শতাব্দির বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তককে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি বিষয় আবশ্যিক করা হয়েছে। ২৩,৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। ৩,১৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রগুলো থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের মানুষ সহজেই তথ্য ও প্রযুক্তি সেবা পাচ্ছে।

শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়ায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতির কারণে বাংলাদেশে অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে আর্থ-সামাজিক খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল দেশের সকল জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টিত হওয়ায় দরিদ্র জনগণের সংখ্যা দ্রুত কমেছে। সরকারের দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচি এবং পরিকল্পনার কারণে দারিদ্র্যের হার কমার পাশাপাশি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যও কমেছে। বর্তমানে প্রায় শতভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হচ্ছে।

২০০৯-২০১৪ সময়কালের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দেশ আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এই প্রকাশনায় সরকারের পূর্ব ও বর্তমান মেয়াদে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির তথ্যভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই প্রকাশনার ক্ষুদ্র পরিসরে সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব না হলেও এটি শিক্ষাবিদ, গবেষণা ও শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্তদের এবং নীতি নির্ধারকদের কাছে সমাদৃত হবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি এ ট্রাস্ট এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি এবং এ প্রকাশনা প্রকাশে যারা অকান্ত পরিশ্রম ও মেধা প্রয়োগ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মো: নজরুল ইসলাম খান)

মুখবন্ধ

মো: নূরুল আমিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সমৃদ্ধ এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে সকলকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। জাতির জনকের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রয়াসে শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার বিবেচনায় বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিভিন্ন পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী এবং সর্বস্তরের জনগণের কাছে সমাদৃত হয়েছে। সরকার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ইতোমধ্যে শিক্ষাসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের অগ্রগতির চিত্র দেশে-বিদেশে সকল মহলে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা (gender parity), ০৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস; দরিদ্রতার ব্যবধান হ্রাস এর ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) অর্জন করেছে। এছাড়া স্যানিটেশন; মাতৃমৃত্যুর হার; দারিদ্র্যের হার কমা; শতভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াসহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বিচক্ষণ নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার "Champions of the Earth" এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' গ্রহণ করেছেন।

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দেশের সকল স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট" গঠন করা হয়েছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নিরবচ্ছিন্নভাবে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

ট্রাস্ট হতে 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি প্রকাশনা প্রকাশ করা হচ্ছে। সরকারের শিক্ষাসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের অগ্রগতির তথ্যভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এ প্রকাশনায়। এই প্রকাশনার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি স্বচ্ছ ধারণা পেতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। আমি মনে করি এ প্রকাশনা সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক সমাজ, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় এবং নির্দেশনা, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড এবং শিক্ষা সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শে ট্রাস্ট এর কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। প্রকাশনাটি আকর্ষণীয় ও ত্রুটিমুক্ত করতে সকলের আন্তরিক প্রয়াস ছিল। তথাপি যেকোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত অনুরোধ করছি।

যাদের নিবেদিত ও সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে এ প্রকাশনাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৫/১০/২০১৫

(মো: নূরুল আমিন)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি ও বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	৯
২	স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন, জেন্ডার সমতা ও সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ	১০
৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় অগ্রগতি	১১
৪	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম এবং প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া হ্রাস	১২
৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি	১৩
৬	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি	১৪
৭	কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি	১৫
৮	মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি	১৬
৯	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি	১৭
১০	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি	১৮
১১	কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি	১৯
১২	মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি	২০
১৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি	২১
১৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি	২২
১৫	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান	২৩
১৬	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন	২৪
১৭	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থবছরে উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য	২৫
১৮	শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নির্মিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তথ্য	২৬
১৯	মাল্টিমিডিয়া কাসরুম স্থাপন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা, এমপিওভুক্তিকরণ, এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান	২৭
২০	শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন, ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিতকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, ইভটিজিং প্রতিরোধ এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসার	২৮
২১	মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধি	২৯
২২	মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি	৩০
২৩	গড় আয়ু বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের হার হ্রাস	৩১
২৪	অতি দারিদ্র্যের হার হ্রাস	৩২
২৫	মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস	৩৩
২৬	শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি	৩৪
২৭	রেমিটেন্স বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি	৩৫
২৮	বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি	৩৬
২৯	প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতি ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি	৩৭
৩০	স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি	৩৮
৩১	খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	৩৯

শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর ভিশন ২০২১-কে সামনে রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য "শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার" বিবেচনায় নিয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০" প্রণয়ন করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০" পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবে এবং আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১৯,৮০৬ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩১,৬০৫ কোটি টাকা।

সারণি-০১: শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির চিত্র

বছর	জাতীয় বাজেট (কোটি টাকায়)	শিক্ষা বাজেট (কোটি টাকায়)
২০১১-১২	১,৬৩,৫৮৯	১৯,৮০৬
২০১২-১৩	১,৯১,৭৩৮	২১,৪০৮
২০১৩-১৪	২,২২,৪৯১	২৫,০৯৩
২০১৪-১৫	২,৫০,৫০৬	২৯,২১৩
২০১৫-১৬	২,৯৫,১০০	৩১,৬০৫

সূত্র: ব্যানবেইস ও জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬

বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ হতে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে। বিগত ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বই বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১৫৯ কোটি। বিশ্বের কোন দেশে এতো বই বিনামূল্যে বিতরণের কোন রেকর্ড নেই।

সারণি-০২: বিগত পাঁচ বছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণের চিত্র

বছর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা
২০১০	২,৭৬,৬২,৫২৯	১৯,৯০,৯৬,৫৬১টি
২০১১	৩,২২,৩৬,৩২১	২৩,২২,২১,২৩৪টি
২০১২	৩,১২,১৩,৭৫৯	২২,১০,৬৮,৩৩৩টি
২০১৩	৩,৬৮,৮৬,১৭২	২৯,৩৫,৪০,৪২৩টি
২০১৪	৪,৩৩,৫৩,১৮৮ জন (প্রাক-প্রা: সহ)	৩১,৭৭,২৫,৫২৬টি
২০১৫	৪,৪৪,৫২,৩৭৪	৩২,৬৩,৪৭,৯২৩টি

সূত্র: ব্যানবেইস

স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি

বর্তমান সরকারের আমলে স্বাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২.৩ শতাংশে।

সারণি-০৩: শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির চিত্র

সাল	১৯৭২	২০০২	২০০৮	২০১৩	২০১৫
স্বাক্ষরতার হার (%)	৩০	৪৮.৪	৫৪.৪	৫৯.৪	৬২.৩

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫

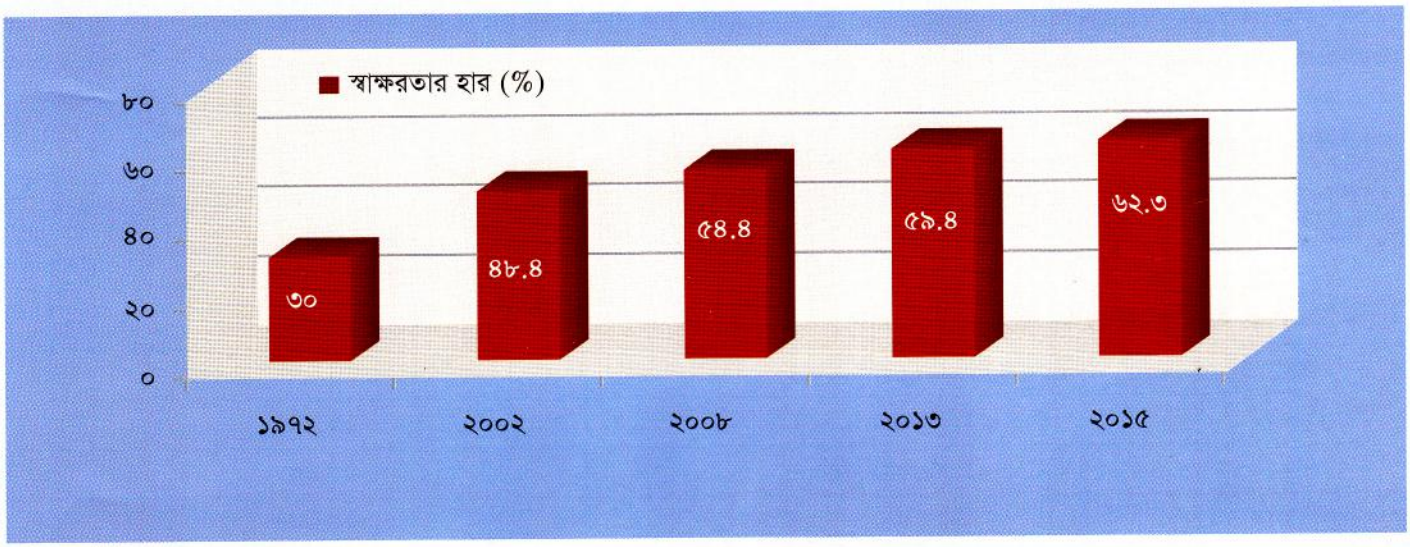

চিত্র-০১: স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি

আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন

- ❒ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিকুলাম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা হ"ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- ❒ শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান সন্নিবেশ/সংযোজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- ❒ মুখস্ত ও নোট-গাইড বই নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে মূল পাঠ্যবই নির্ভর পাঠ্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য পাঠদান পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আনা হয়েছে এবং পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জেন্ডার সমতা

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ছাত্রীদের ভর্তি হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩% এবং ছাত্র ৪৭% এ উন্নীত হয়েছে।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

- ❒ অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২" নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❒ উক্ত নীতিমালার আওতায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ঢাকা মহানগরী থেকে ১২ জন করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় সাত হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ সালে দেশের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২ জন মেধাবীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় অগ্রগতি

বর্তমান সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম, মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পসহ (৬৪ জেলা) আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৩ঃ৫০.৭-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার সারণি-০৪ এ দেখানো হল:

সারণি-০৪: প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

বছর	মোট (লক্ষ)	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১	৮১.৩৪	৮৭.২
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯	৮২.৫৬	৯০.৯
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫	৮২.৭৮	৯১.১
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫	৮৪.২৪	৯০.৮
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১	৮২.৯৮	৯৩.৯
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫	৮৫.৬৩	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯	৯২.৯৩	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩	৯৫.৪০	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১	৯৮.০৪	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯	৯৯.১৪	৯৭.৭

সূত্র: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

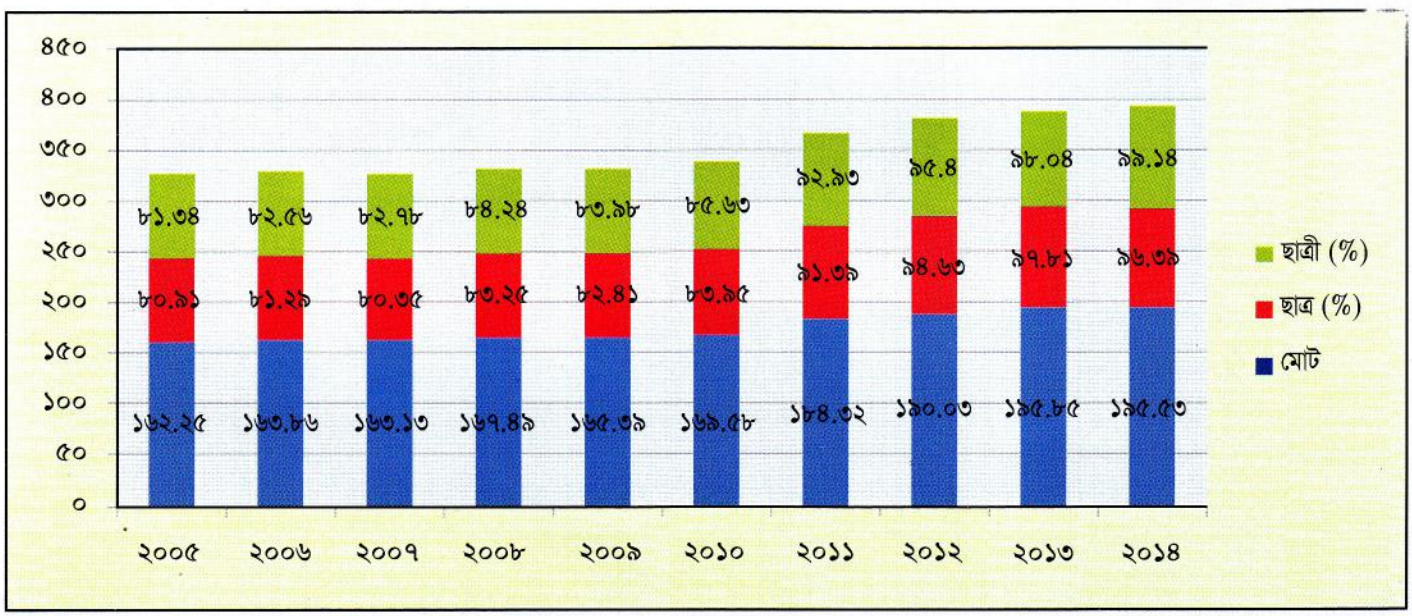

চিত্র-০২: প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি

স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রকল্প বদলে দিয়েছে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র। ২০১০ সাল থেকে সংশোধিত আকারে দেশের ৭২ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে আওতাভুক্ত এলাকার স্কুলে শিশুদের প্রতিদিন স্কুলে আসা, শিশু শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার হার ও গুণগত মান ঠিক রাখা এবং শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে সরকারি অর্থায়নে ৯২ উপজেলায় প্রায় ৩৪ লাখ শিক্ষার্থীকে Mid day meal দেয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া হ্রাস

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাকাল সমাপ্ত না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। ২০০৬-২০১৪ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-০৫ এ দেখানো হল:

সারণি-০৫: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার

বৎসর	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯

সূত্র: Annual Primary School Census, ২০১৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

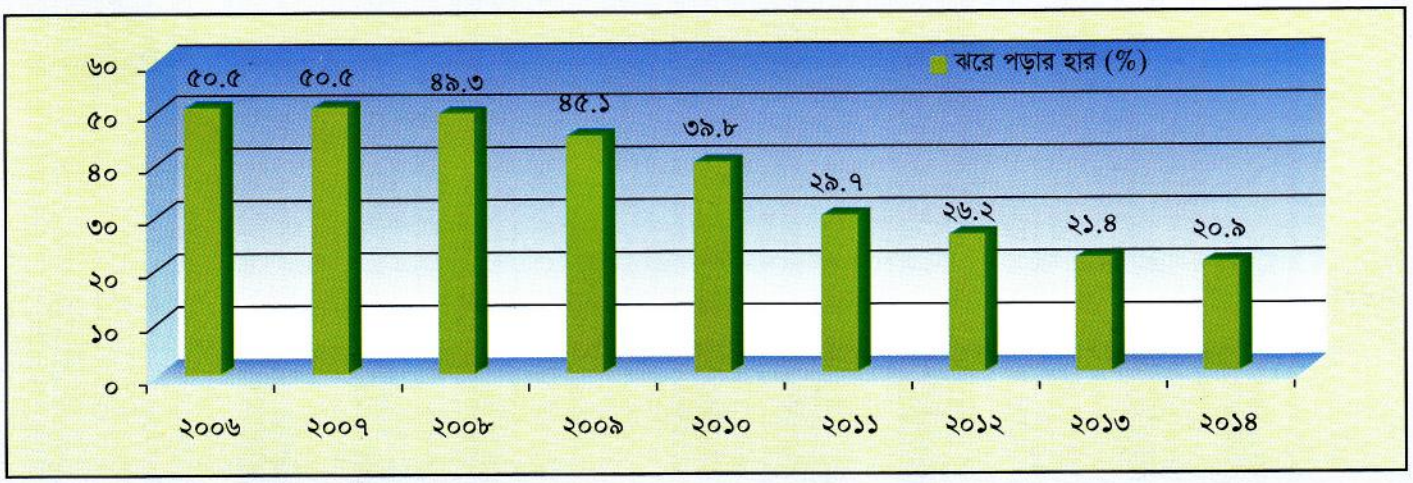

চিত্র-০৩: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি

শিক্ষার অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র পর্যায়ক্রমে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল (সরকারি ও বেসরকারিসহ) মাত্র ৩১,৬১৩টি। ২০১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,০৮,৫৩৭টি।

সারণি-০৬: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১৯৭২	৩১,৬১৩
১৯৮০	৪৩,৯৩৬
১৯৮৫	৪৪,২০০
১৯৯৭	৭৭,৬৮৫
২০০১	৭৮,১২৬
২০০৫	৭৭,১৬৪
২০১০	৮২,৬৭৪
২০১২	১,০৪,০১৭
২০১৩	১,০৬,৮৫৯
২০১৪	১,০৮,৫৩৭

সূত্র: ব্যানবেইস

চিত্র-০৪: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল (সরকারি ও বেসরকারিসহ) মাত্র ৭,৭৯১টি। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৬৮৪টি হয়েছে।

সারণি-০৭: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১৯৭২	৭,৭৯১
১৯৭৫	৯,০৩১
১৯৯০	১০,৪৪৮
১৯৯৬	১২,৯৭৮
২০০১	১৬,১৬৬
২০০৬	১৮,৭০০
২০০৭	১৮,৭২৮
২০০৮	১৮,৭৫৬
২০০৯	১৯,০৮৩
২০১০	১৯,০৪০
২০১১	১৯,০৭০
২০১২	১৯,২০৮
২০১৩	১৯,৬০২
২০১৪	১৯,৬৮৪

সূত্র: ব্যানবেইস

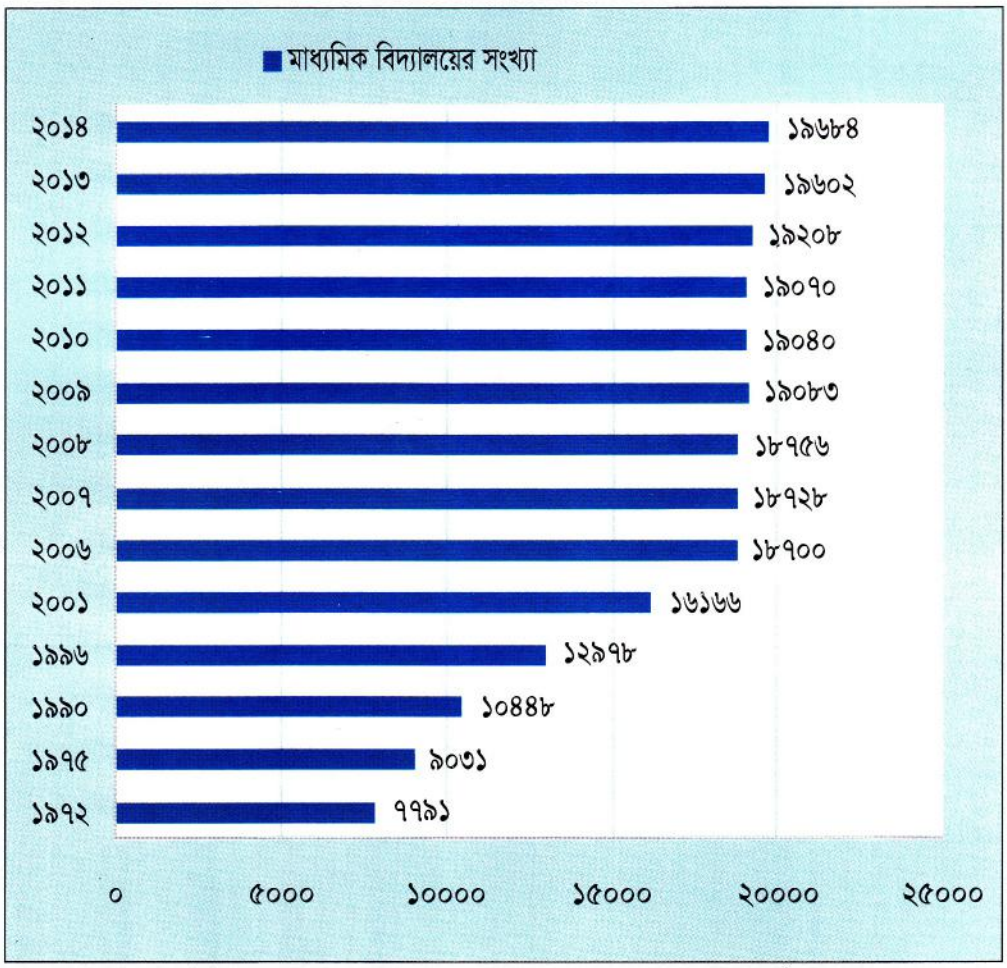

চিত্র-০৫: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭২ সালে কলেজের সংখ্যা ছিল (সরকারি ও বেসরকারিসহ) ৫২৬টি। ২০১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৯৮৫টি হয়েছে।

সারণি-০৮: কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	কলেজের সংখ্যা
১৯৭২	৫২৬
১৯৮২	৬০৯
১৯৯০	৮৪৮
১৯৯৬	১,৩৬৯
২০০১	২,৫১১
২০০৬	৩,১৯৭
২০০৭	৩,২৩৮
২০০৮	৩,২৭৭
২০০৯	৩,৩৪৭
২০১০	৩,৩২৪
২০১১	৩,৪৭৫
২০১২	৩,৫৪৭
২০১৩	৩,৭৯৩
২০১৪	৩,৯৮৫

সূত্র: ব্যানবেইস

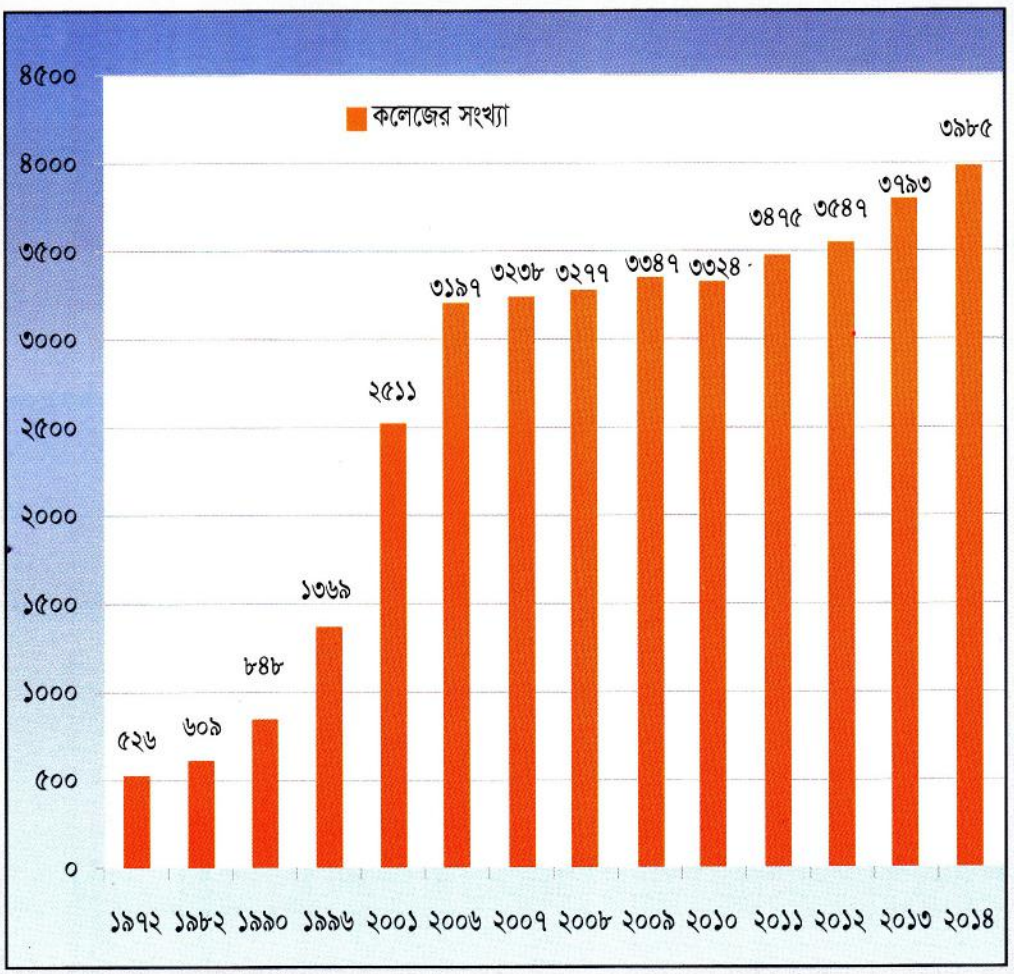

চিত্র-০৬: কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি

মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭২ সালে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৩৯৮টি। ২০১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৩৪১টি হয়েছে।

সারণি-০৯: মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	মাদ্রাসার সংখ্যা
১৯৭২	৩৯৮
১৯৮০	২,৮৬৬
১৯৯০	৪,৮৭৩
১৯৯৬	৬,৬৫০
২০০১	৭,৬৫১
২০০৬	৯,৩৬১
২০০৯	৯,৪৭৫
২০১০	৯,৩৬১
২০১১	৯,৩৩০
২০১২	৯,৪৪১
২০১৩	৯,৩৩৬
২০১৪	৯,৩৪১

সূত্র: ব্যানবেইস

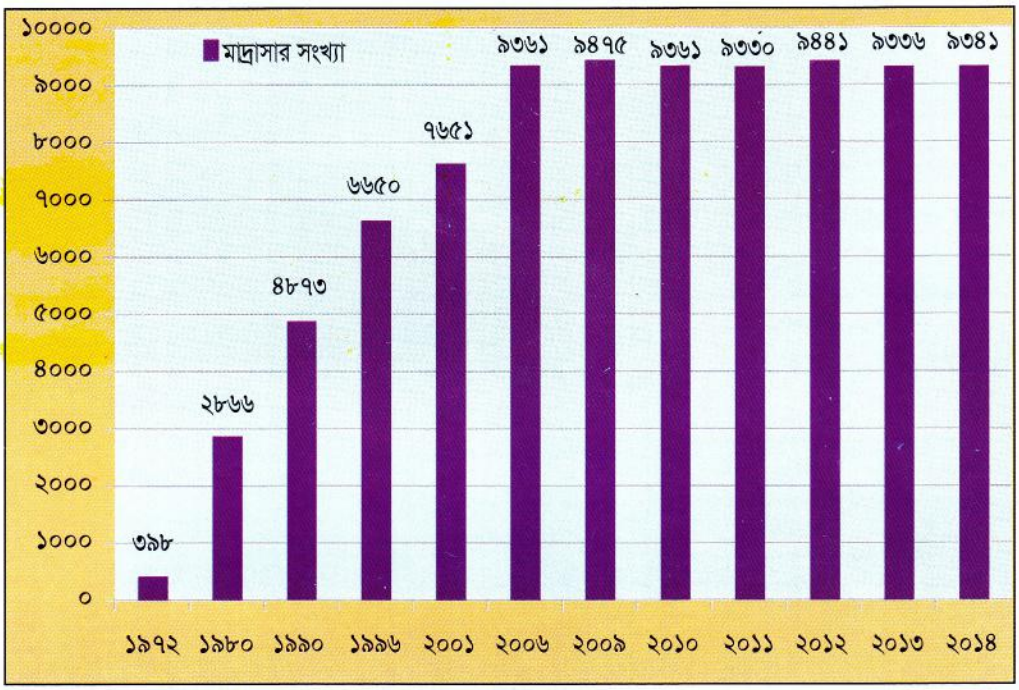

চিত্র-০৭: মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭৫-৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬টি। ২০১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২০টি (পাবলিক ও প্রাইভেটসহ)।

সারণি-১০: বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা		
	পাবলিক	প্রাইভেট	মোট
১৯৭৫-৭৬	৬	-	৬
২০০৮-১১	৩১	৫১	৮২
২০১২	৩৪	৫২	৮৬
২০১৩	৩৪	৭৭	১১১
২০১৪	৩৪	৭৮	১১২
২০১৫	৩৭	৮৩	১২০

সূত্র: ব্যানবেইস

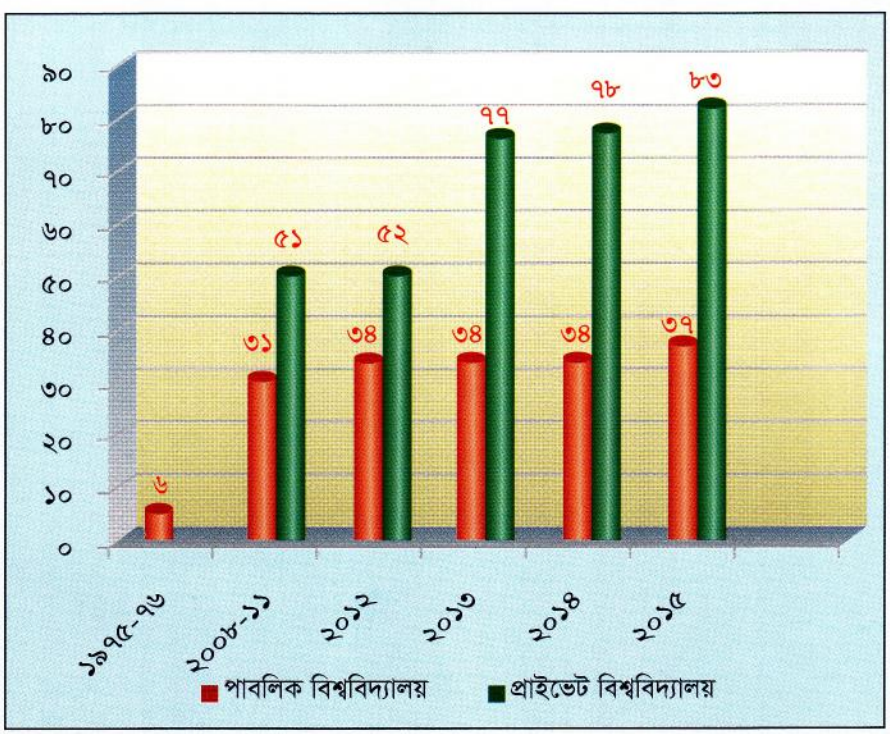

চিত্র-০৮: বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

শিক্ষার অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র পর্যায়ক্রমে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭২ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক ছিল ১,৩৬,৫০৮ জন। ২০১৪ সালে শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৮২,৮৮৪ জন হয়েছে।

সারণি-১১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৭২	১,৩৬,৫০৮
১৯৭৬	১,৭২,৪৪৮
১৯৮৫	১,৯০,০০০
২০১০	৩,৮০,৯৫৭
২০১২	৪,৪৯,৭৯৯
২০১৩	৪,৬৬,৫০৮
২০১৪	৪,৮২,৮৮৪

সূত্র: ব্যানবেইস

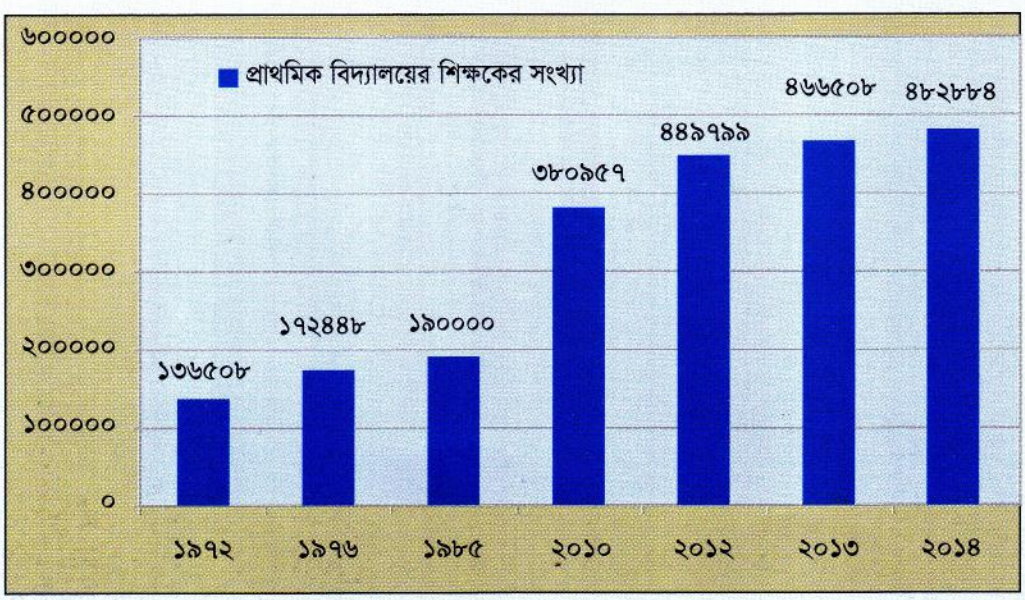

চিত্র-০৯: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ছিল মাত্র ৮৯,১৫৬ জন। ২০১৪ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৩২,৯৯৪ জন।

সারণি-১২: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৭৫	৮৯,১৫৬*
১৯৯৫	১,৪০,০৫৯
২০০১	১,৮৩,২৭৭
২০০৮	২,০৯,৪৯৬
২০০৯	২,১৩,৪৮২
২০১০	২,১৮,০১১
২০১১	২,২৩,৫৫৫
২০১২	২,২১,০৪৩
২০১৩	২,২৯,৫৭৫
২০১৪	২,৩২,৯৯৪

সূত্র: ব্যানবেইস

* নিম্ন মাধ্যমিক ১৯,২৩০ জন +মাধ্যমিক ৬৯,৯২৬ জন = সর্বমোট ৮৯,১৫৬ জন

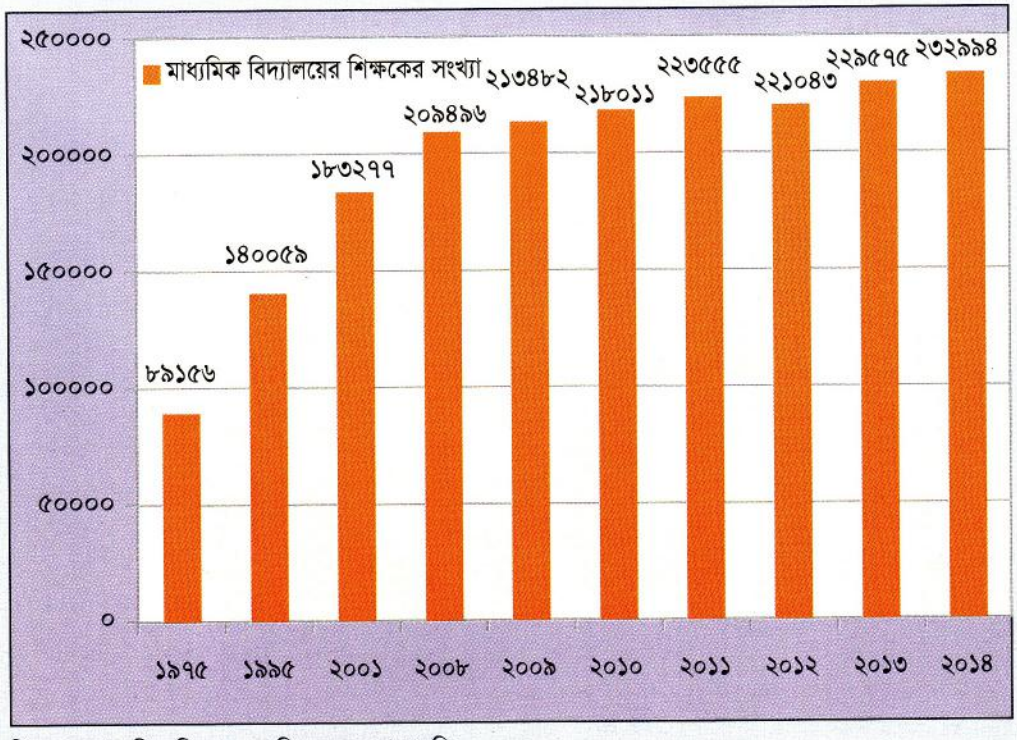

চিত্র-১০: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭৫ সালে কলেজ শিক্ষায় শিক্ষক ছিল ১৩,৮৬৯ জন। ২০১৪ সালে শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,০৫,০৫৪ জন।

সারণি-১৩: কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৭৫	১৩,৮৬৯*
২০০৫	৯০,৪০১
২০০৬	৮৯,১২৩
২০০৮	৮৭,৭১৫
২০০৯	৮৬,২৯১
২০১০	৮৭,২২০
২০১১	৯৫,৬২০
২০১২	৯৫,৫৭৩
২০১৩	৯৬,৭৬৫
২০১৪	১,০৫,০৫৪

সূত্র: ব্যানবেইস

* উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ৩,১৫৪ জন + ডিগ্রী কলেজ ১০,৭১৫ জন = সর্বমোট ১৩,৮৬৯ জন

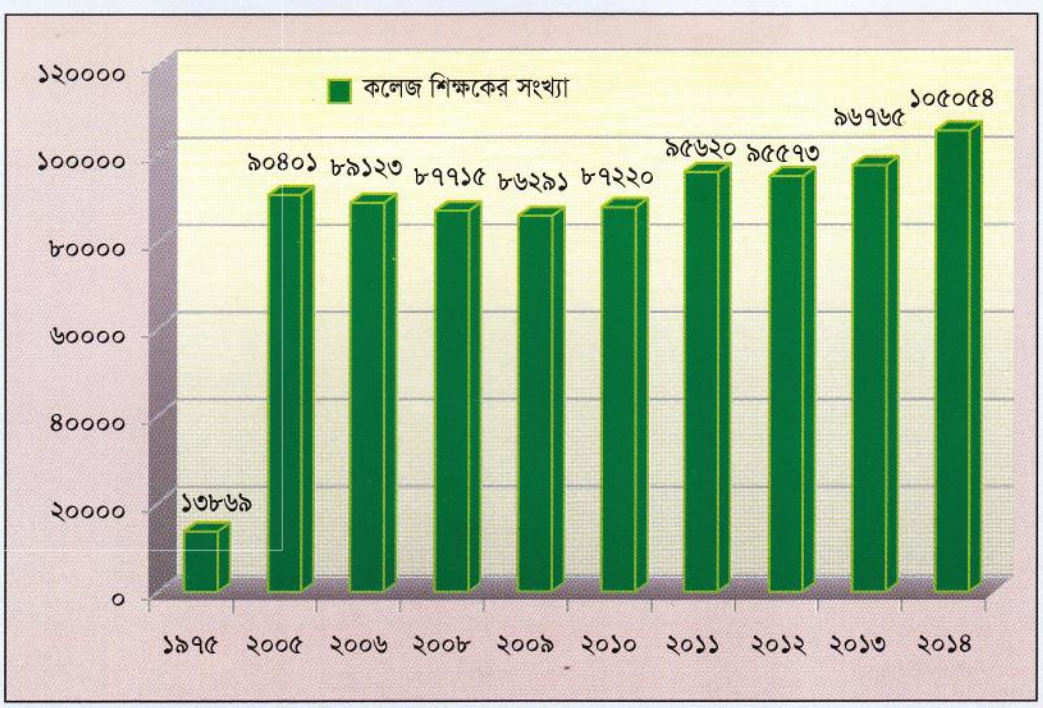

চিত্র-১১: কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭৫ সালে মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৮,৭২৮ জন। ২০১৪ সালে শিক্ষক সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৪২,৭৪৯ জন।

সারণি-১৪: মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৭৫	১৮,৭২৮
১৯৯৮	৯৯,৪৭১
২০০১	১,০৯,৯৯৩
২০০৮	১,৩৯,৯৬৪
২০০৯	১,৪০,২৫৯
২০১০	১,৪১,২১৭
২০১১	১,৪১,৩২৯
২০১২	১,৩৯,৮৮১
২০১৩	১,৩৯,১৭১
২০১৪	১,৪২,৭৪৯

সূত্র: ব্যানবেইস

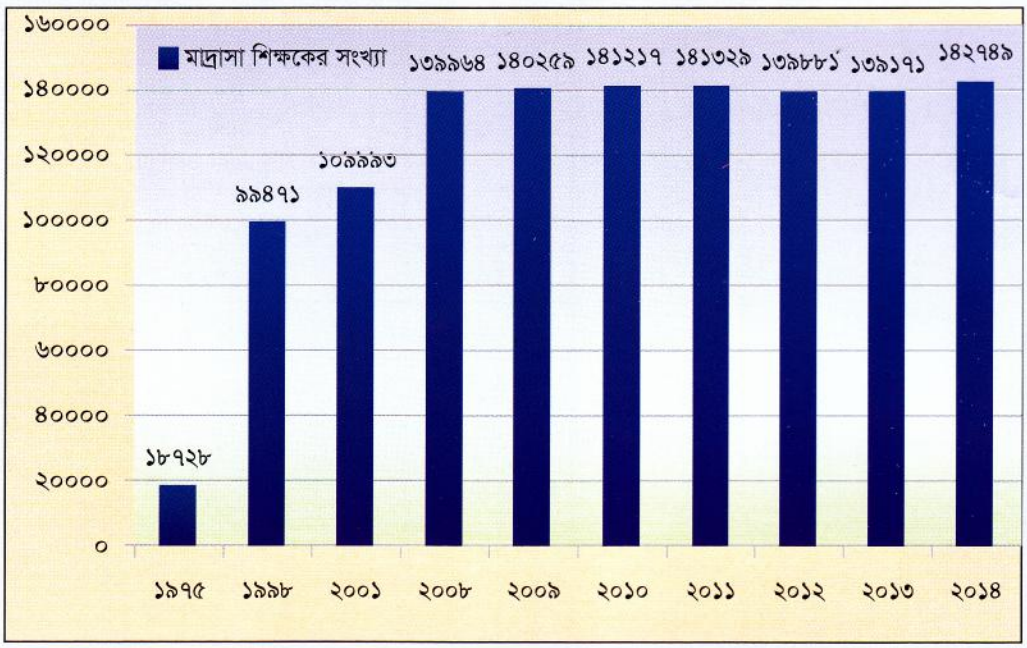

চিত্র-১২: মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭৫-৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষক ছিল ২,১৪৭ জন। ২০১৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৪,০২৭ জন।

সারণি-১৫: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	১৯৭৫-৭৬	২০০৮	২০০৯	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যা	২,১৪৭	১২,৫৮৫	১৪,৮৭৩	১৫,৮৩৮	২০,৬৪৫	২৩,১৩৪	২৪,০২৭

সূত্র: ব্যানবেইস

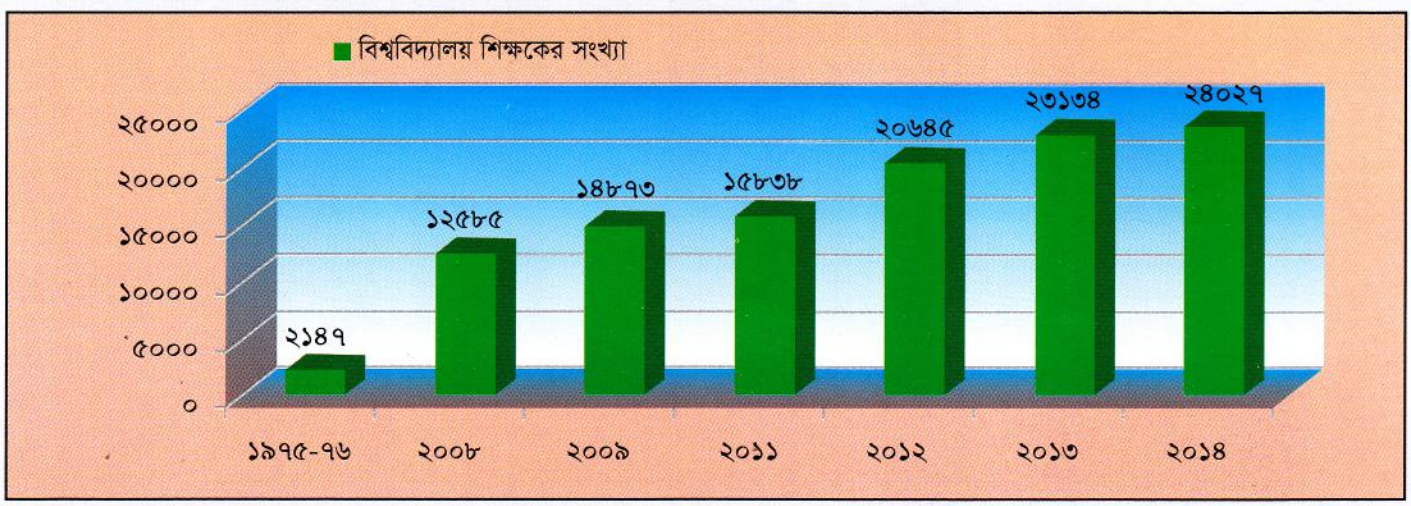

চিত্র-১৩: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

শিক্ষার অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় নারী শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র পর্যায়ক্রমে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

প্রাথমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭২ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষক ছিল ৩,২৩৮ জন। ২০১৪ সালে নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২,৭৯,১০৫ জন ।

সারণি-১৬: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৭২	৩,২৩৮
১৯৭৭	১০,৮৪৭
১৯৮২	১৫,০৬৬
২০০৫	১,২৪,৯৯০
২০০৯	১,৫৭,০৭১
২০১২	২,৬১,৮৮৭
২০১৪	২,৭৯,১০৫

সূত্র: ব্যানবেইস

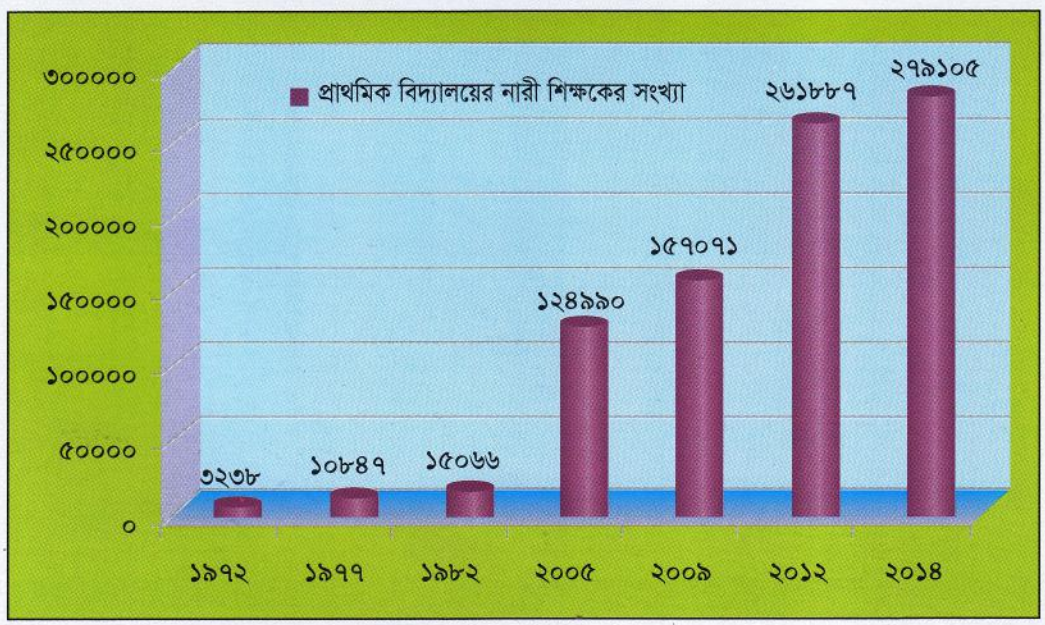

চিত্র-১৪: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষক ছিল ১৯,৪৩৬ জন। ২০১৪ সালে নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮,৯৬৯ জন হয়েছে।

সারণি-১৭: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৯৫	১৯,৪৩৬
২০০০	২৬,২৯০
২০০৫	৪৮,২৯০
২০০৯	৫৩,৩৬৩
২০১২	৫৩,৮৬২
২০১৪	৫৮,৯৬৯

সূত্র: ব্যানবেইস

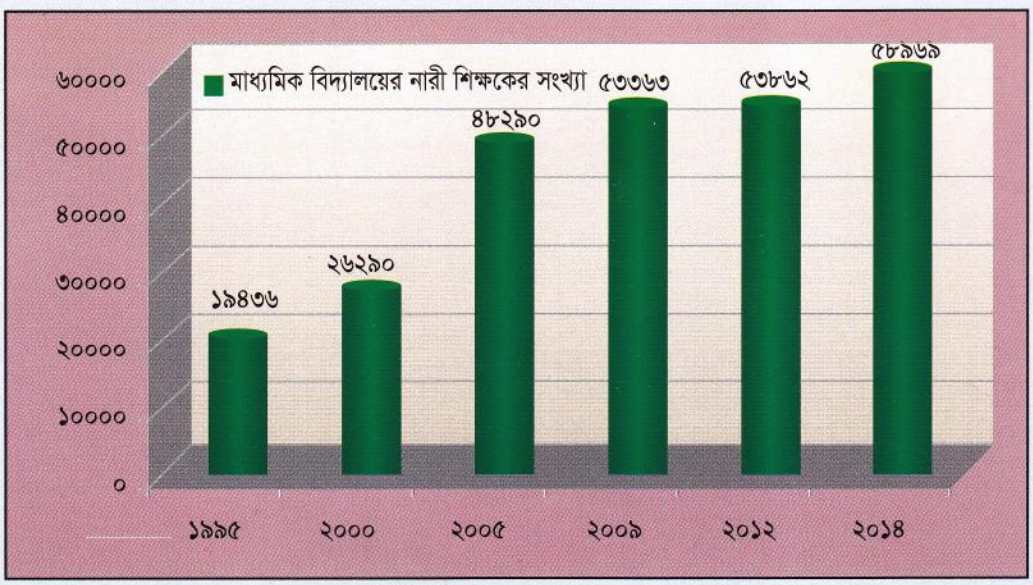

চিত্র-১৫: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি

শিক্ষার অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ছিল ২৪,০২,৭৮৪ জন। ২০১৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪৮,৭৫,০৮৪ জন।

সারণি-১৮: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৫	২৭,১২,৬৭৭	২৪,০২,৭৮৪	৫১,১৫,৪৬১	৪৬.৯৭
২০০০	৩৬,২৬,৬৪৮	৪০,২০,২৩৭	৭৬,৪৬,৮৮৫	৫২.৫৭
২০০৫	৩৫,৩০,৫৩৮	৩৮,৬৮,০১৪	৭৩,৯৮,৫৫২	৫২.২৮
২০০৯	৩৫,৬০,২৫৫	৩৭,৯৬,৫৩৮	৭৩,৫৬,৭৯৩	৫১.৬১
২০১৪	৪২,৮৫,২৮১	৪৮,৭৫,০৮৪	৯১,৬০,৩৬৫	৫৩.২২

সূত্র: ব্যানবেইস

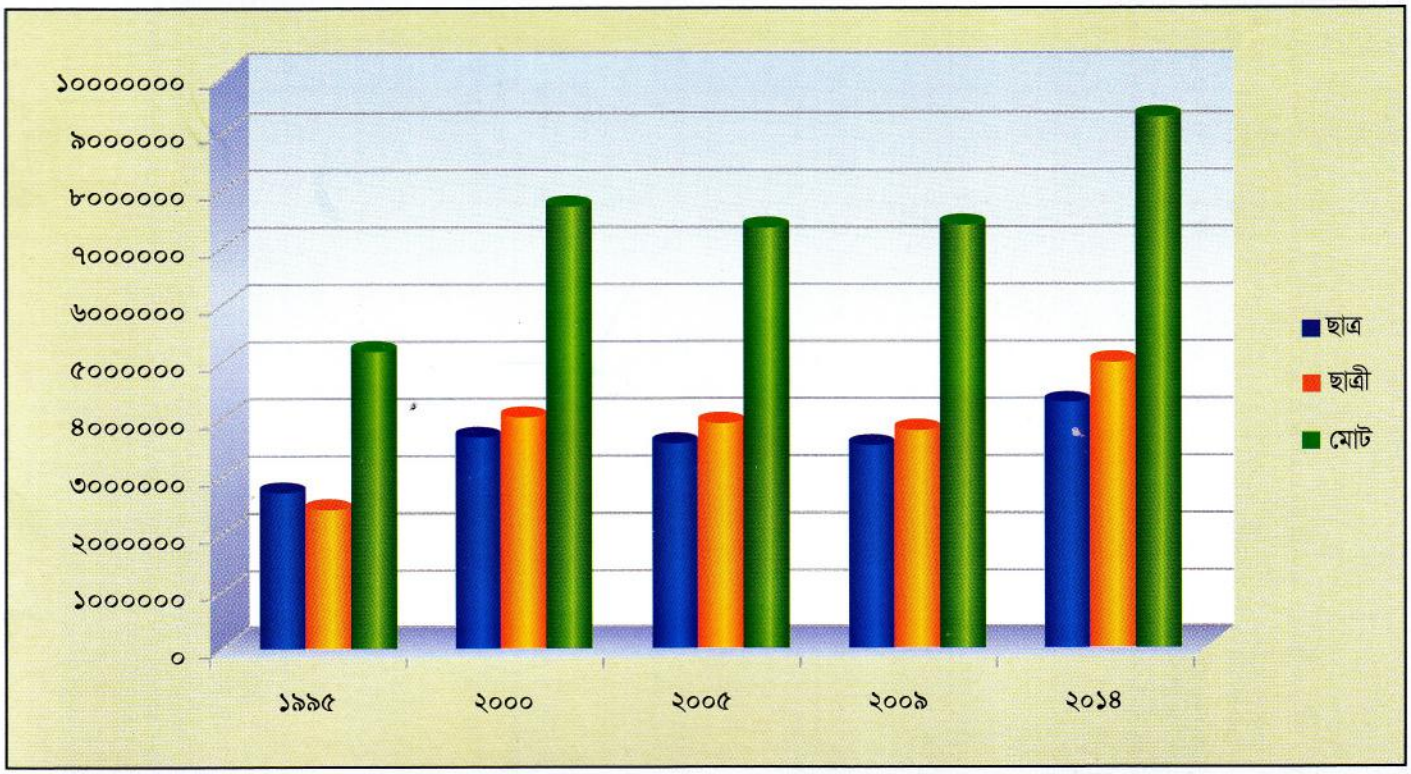

চিত্র-১৬: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি

ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার্থীসহ মোট প্রায় ১,৯১,৬৬,৭৯৪ (এক কোটি একানব্বই লক্ষ ছেষট্টি হাজার সাতশত চুরানব্বই) জন শিক্ষার্থীকে প্রায় ৩৩২৮.৮৪ কোটি টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যায়ে ৩৫ লক্ষ ১৯ হাজার শিক্ষার্থীকে ৮৮০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে। এ বছর ২৯ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৭৮ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৭ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সংখ্যায় সমতা বিধান সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন

- স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ''প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট" নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১০০০ কোটি টাকা সিড মানি প্রদান করেছে।
- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য এ ফান্ড হতে ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য এ ফান্ড হতে ১.৬৩ লক্ষ শিক্ষার্থীকে মোট ৯১.৬৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে মাধ্যমিক/সমমান, উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান ও স্নাতক (পাস)/সমমান পর্যায়ে মোট ৯৯ জনকে ২,৪১,০০০/- (দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দুর্ঘটনায় আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ০৬ জনকে ৯৫,০০০/- (পঁচানব্বই হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ০১ জনকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিম্নে দেখানো হল:

সারণি-১৯: শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধির হার

শিক্ষাবর্ষ	মোট ভর্তিকৃত ছাত্রী সংখ্যা	মোট ভর্তিকৃত ছাত্র সংখ্যা
২০১১-২০১২	১,২৭,৯৮৩ জন	১,৪৩,৬০৯
২০১২-২০১৩	১,৬৮,১১৬ জন	১,৮১,৮৪২
২০১৩-২০১৪	১,৮৪,৯২৭ জন	২,০০,০২৬

সূত্র: স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প, মাউশি, ঢাকা।

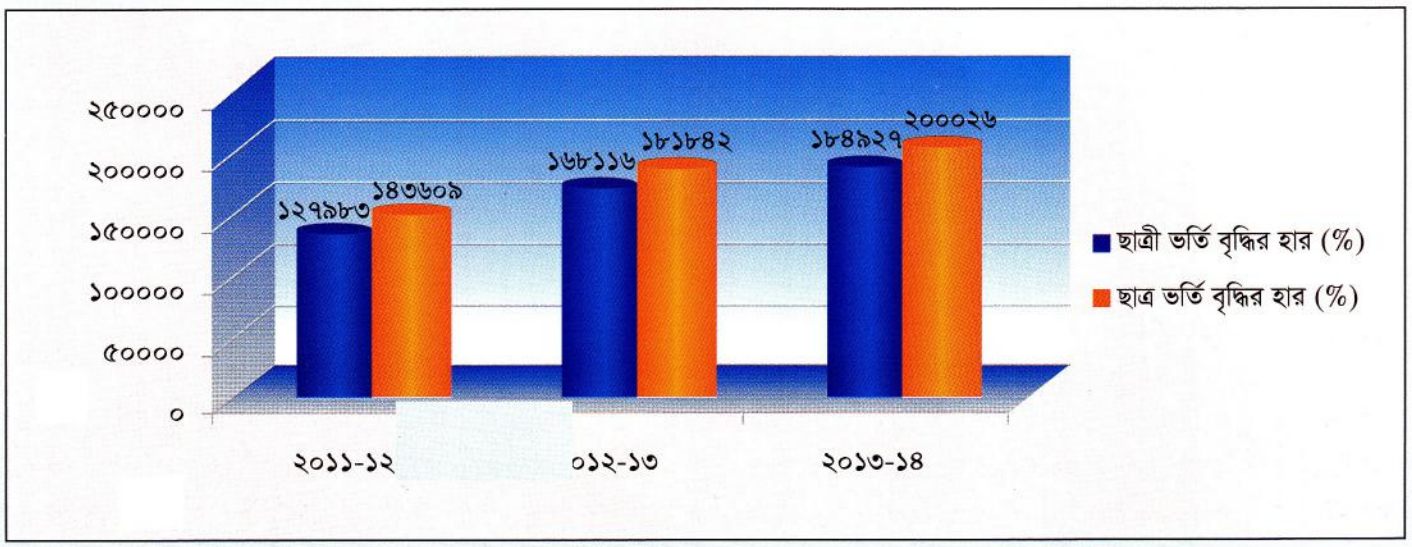

চিত্র-১৭: স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তি বৃদ্ধির হার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থ বছরে উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচটি প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের মেয়াদ শেষে দেশের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক উপবৃত্তি কার্যক্রম ট্রাস্ট এর অর্থে পরিচালিত হবে। সারণি-২০ এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপবৃত্তির চিত্র উপস্থাপন করা হল:

সারণি-২০: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপবৃত্তি প্রদানের প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর		২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর		২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর	
	মোট বিতরণ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট বিতরণ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট বিতরণ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)/মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প ২য় পর্যায় (বর্তমান নাম)	২২৮.৪১	১৩,৪৬,৬১৭	২২৩.৭৮	২৪,৫৫,০০০	২১৫.০০ (সম্ভাব্য)	১৪,৯৯,৩৮৫ (সম্ভাব্য)
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প	১০৩	৩,৮৭,০০০	১০৪.৯০	৪,০২,০০০	১৪৪.৮১	৫,০১,০০০
স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প	৭২.৯৫	১,২৯,৮১০	৯১.৬৫	১,৬৩,০০০	১২৯.৬৮ (সম্ভাব্য)	২,৩০,৭৪৮ (সম্ভাব্য)
সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসেপ)	৩০.৯৩	১,৭৭,৯৩১	২২.৭৫	২,১৭,০০০	৪৫.৩২	২,৪৭,৩১৩
সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)	১৬৯.২১	১৯,১৩,৪০৪	১৭৯.৩৫	৯,৯৮,৬৩৫	২১৮.৮৮	১০,৪৮,৪৬১

সূত্র: স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প, মাউশি, ঢাকা।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। তাছাড়া, মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলের মাধ্যমেও এ ফল অতিদ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্তে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরি করা হচ্ছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নির্মিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তথ্য

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত স্কুল নির্মিত হয়েছে মোট ৮৩৫২টি, কলেজ নির্মিত হয়েছে মোট ২৭৮টি এবং মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছে মোট ৬৪০টি। স্কুল নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ২৩৯৫.৯৫ কোটি টাকা, কলেজ নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৬০৬.২০ কোটি টাকা এবং মাদ্রাসা নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ২৩৬.২২ কোটি টাকা।

সারণি-২১: ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যন্ত নির্মিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তথ্য

সাল	নির্মিত স্কুলের সংখ্যা	স্কুল নির্মাণে ব্যয়িত অর্থ (কোটি টাকা)	নির্মিত কলেজের সংখ্যা	কলেজ নির্মাণে ব্যয়িত অর্থ (কোটি টাকা)	নির্মিত মাদ্রাসার সংখ্যা	মাদ্রাসা নির্মাণে ব্যয়িত অর্থ (কোটি টাকা)
২০০৯	৪৮৯	২২৩.৩৫	১১	৪.৪০	-	-
২০১০	৬৭৫	২৬০.০০	২৯	২৫.০০	-	-
২০১১	৪৮৩	৩৫৭.৬২	১৫	৮.৭০	৫	১.৯৫
২০১২	৯৩১	৪০৫.৩৮	২৩	১০.৮১	৩০	৪৪.৬৬
২০১৩	৮৭৬	৪৮৬.৫৯	৩৬	১০৩.৭০	১৬৫	৭৬.৪৪
২০১৪	৮৯৮	৬৬৩.০১	১৬৪	৪৫৩.৫৯	৪৪০	১১৩.১৭
মোট	৮৩৫২টি	২৩৯৫.৯৫	২৭৮টি	৬০৬.২০	৬৪০টি	২৩৬.২২

সূত্র: শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন

- সারাদেশে ২৩,৩৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং ১৮,৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট মডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে, ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে, একটি মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এবং নেকটার এর প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি resource pool তৈরি করা হয়েছে। এ resource pool দ্বারা প্রায় ১৯,৫০০ জন মাধ্যমিক শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ৩১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- এছাড়া ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন

- ৩১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- এছাড়া ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট ডাইনামিক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ভার্সন উন্নয়ন করে তা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ, যেকোনো সময় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

এমপিওভুক্তিকরণ এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশে ১৬২৪টি (এক হাজার ছয়শত চব্বিশ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছে। মাধ্যমিক স্কুল ৯০১টি, কলেজ ১৬১টি, মাদ্রাসা ২৮৯টি এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির চাপ কমানোর লক্ষ্যে ৮২টি সরকারি বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮০টি সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ১৯২০টি (এক হাজার নয়শত বিশ) সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ ২০০০ (দুই হাজার) শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া-

- শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ২৯৮৮ জন সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলা শিক্ষকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাস বর্ধিত করা হয়েছে।
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৯৭৩২টি (নয় হাজার সাতশত বত্রিশ) সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পদ ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
- সরকারি কলেজে প্রভাষক হতে অধ্যাপক পর্যন্ত বিভিন্ন পদে ৫৭৭১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদানসহ ৬,৩৩৭ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে এবং ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ২০৯৭ জনকে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৬৭টি সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং ৪৩টি সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ১৩টি কলেজ ও ০২টি বিদ্যালয়সহ মোট ১৫টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে-

- ইতোমধ্যে প্রায় ৯,১৫,৭৭৮ জন শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২.৫ লক্ষ শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) এর মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির উপর ২০০৯-২০১৩ সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ৪,৫৩,৮৬৩ জন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩,৬৫৯ জন শিক্ষককে স্কুল বেজ অ্যাসেসমেন্ট (এসবিএ) এবং পারফরমেন্স বেজ ম্যানেজমেন্ট (পিবিএম) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন (টিকিউআই-সেপ) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে ৫,৪৩,৭৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন

তথাকথিত শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ করে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিতকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য ছাত্রছাত্রীরা যাতে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের "শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিতকরণ নীতিমালা" প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা প্রণয়নের ফলে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ায় আরো আগ্রহী/উৎসাহিত হবে, মেধার বিকাশ ঘটবে এবং দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ইভটিজিং প্রতিরোধ

ইভটিজিং বা ছাত্রীদের উত্যক্ত করা প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বস্তরের ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারা দেশে র‍্যালী, কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত এর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করে, নারী শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে আনয়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার প্রসার

আধুনিক, দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে–

- দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। "Skills Development Project" ও "Skill and Training Enhancement Project" শীর্ষক ০২টি প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৩৬০০ জন শিক্ষককে "Technical Vocational Education and Training" (TVET) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২০০০ জন ছাত্রছাত্রীকে মাসিক ৮০০.০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং ২৩টি জেলায় ও ৩টি বিভাগীয় শহরে মহিলা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলছে।
- দেশের প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় দুইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং বরিশালে অপর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।
- দেশের ০৮টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৮টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস শিল্পে সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম ও উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলে রূপান্তর করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে-

- ❑ পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ❑ মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মাদ্রাসা এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে।
- ❑ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৩১টি সিনিয়র মাদ্রাসার ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ❑ মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এর অনুদান সহায়তায় সারা দেশে ৯৫টি বেসরকারি মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে মোট ১০০.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "এনহ্যান্সিং দ্যা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদ্রাসা ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ❑ সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর সহায়তায় ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় প্রযুক্তিগত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- ❑ স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদার সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ❑ গাজীপুর বোর্ড বাজারস্থ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (বিএমটিটিআই) সর্বপ্রথম এক বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড) কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ❑ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়: মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে একাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান তথা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধি

- ❑ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৯টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ ২৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন প্রদান করেছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রস্তুতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ❑ উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ, সম্প্রসারণ ও সুলভকরণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ গত ১৮ জুলাই ২০১০ থেকে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে।
- ❑ উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকারণের জন্য Accreditation Council গঠনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ❑ বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য সরকার ও World Bank এর যৌথ অর্থায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২০৬৫ কোটি টাকার উচ্চ শিক্ষায় মান উন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হাইস্পীড ইন্টারনেট কানেকশন প্রদান এবং তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (BdREN) স্থাপন করা হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের বিশ্বভাণ্ডারের সাথে যুক্ত হচ্ছে। BdREN, Trans Asian Education Network (TAEN-III) এবং এ জাতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত থাকছে। ফলে জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিকট উন্মুক্ত হবে।

শিক্ষা প্রসারের ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

শিক্ষা প্রসারের ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৮৫ মার্কিন ডলার। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫৯ ডলারে। ২০১৪ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ১,১৮৪ ডলারে। ২০১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১,৩১৪ ডলার। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-২২: মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির চিত্র

সাল	মাথাপিছু আয় (ডলার)
১৯৭২	৮৫
১৯৮০	২২০
১৯৯০	২৮১
২০০৭	৫৯৮
২০০৮	৬৮৬
২০০৯	৭৫৯
২০১০	৮৪৩
২০১১	৯২৮
২০১২	৯৫৫
২০১৩	১,০৫৪
২০১৪	১,১৮৪
২০১৫	১,৩১৪

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

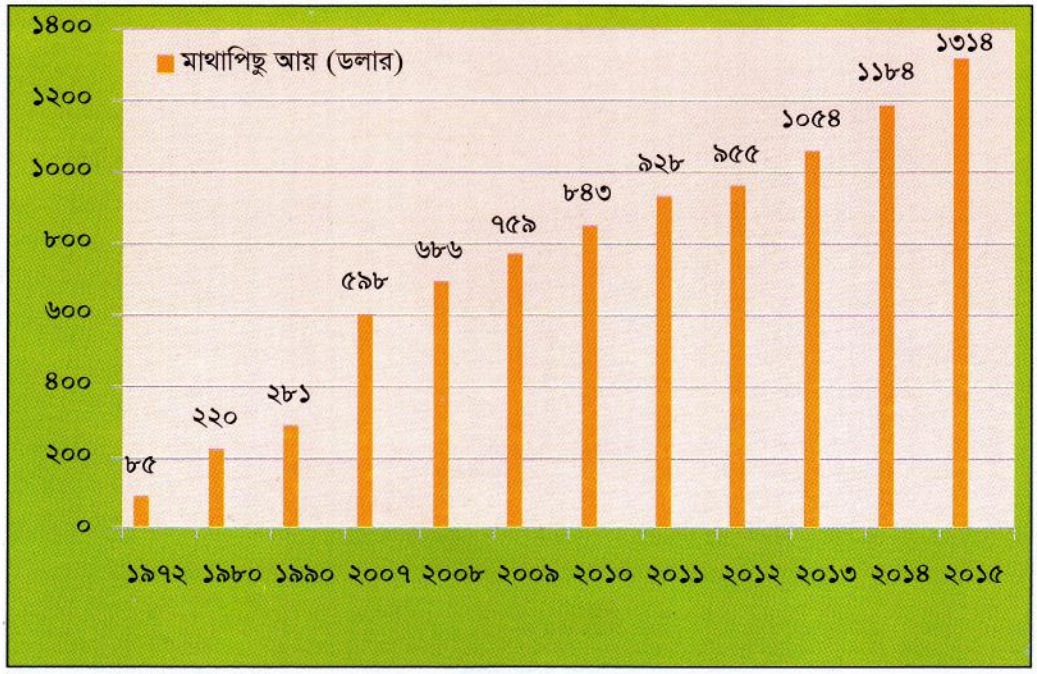

চিত্র-১৮: মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

গড় আয়ু বৃদ্ধি

শিক্ষা প্রসারের ফলে গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালে গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৭ বছর। ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৭.৭ বছরে। সর্বশেষ ২০১৫ সালে গড় আয়ু হয়েছে ৭০.৭ বছর।

সারণি-২৩: গড় আয়ু বৃদ্ধির চিত্র

সাল	১৯৭২	২০০৬	২০১০	২০১২	২০১৫
গড় আয়ু (বছরে)	৪৭	৬৬.৫	৬৭.৭	৬৯.৪	৭০.৭

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫

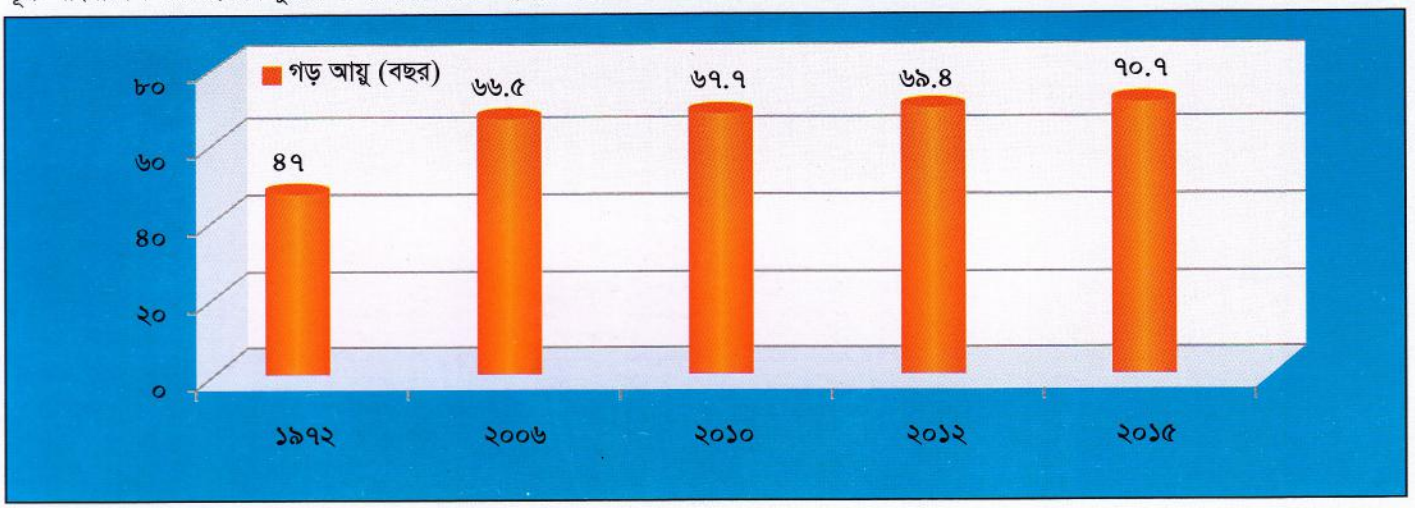

চিত্র-১৯: গড় আয়ু বৃদ্ধি

দারিদ্র্যের হার হ্রাস

শিক্ষার প্রসারের ফলে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭২ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৭৮ শতাংশ। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৩৩.৪ শতাংশে। ২০১০ সালে তা আরো কমে দাঁড়ায় মাত্র ৩১.৫ শতাংশে। এভাবে ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে তা কমে হয়েছে যথাক্রমে ২৯.৯, ২৮.১ও ২৬.২ শতাংশ। সর্বশেষ ২০১৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২২.৪ শতাংশে।

সারণি-২৪: দারিদ্র্যের হার হ্রাসের চিত্র

সাল	দারিদ্র্যের হার (শতাংশে)
১৯৭২	৭৮
২০০৬	৩৮.৪
২০০৭	৩৬.৮
২০০৮	৩৫.১
২০০৯	৩৩.৪
২০১০	৩১.৫
২০১১	২৯.৯
২০১২	২৮.১
২০১৩	২৬.২
২০১৪	২৪.৩
২০১৫	২২.৪

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

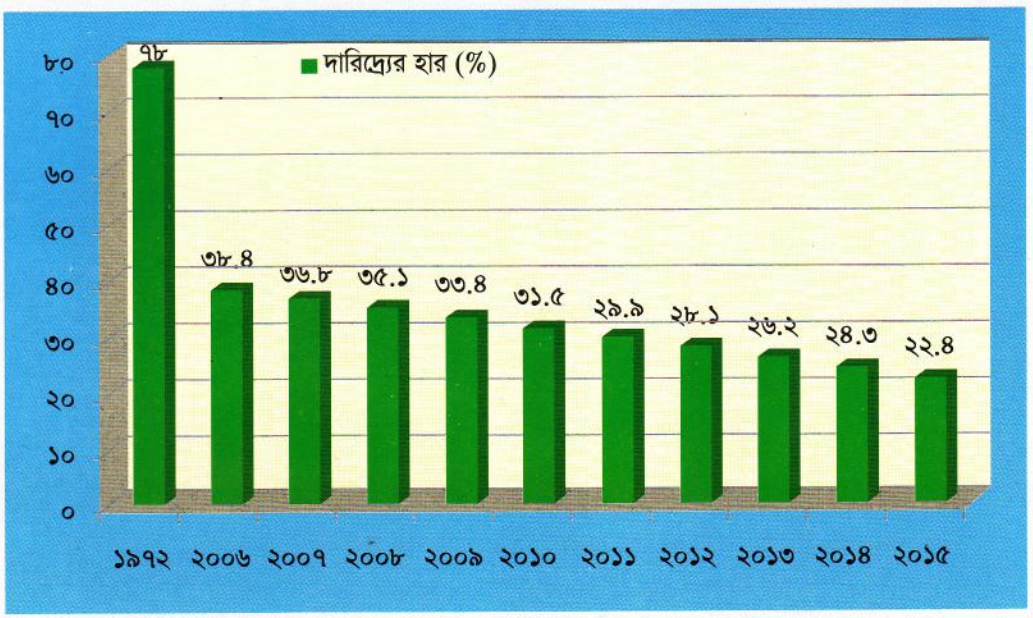

চিত্র-২০: দারিদ্র্যের হার হ্রাস

অতি দারিদ্র্যের হার হ্রাস

অতি দারিদ্র্যের হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে অতি দরিদ্র জনসংখ্যার হার ছিল ৪৪ শতাংশ। ২০০৬ সালে ছিল ২৪.২ শতাংশ। বর্তমান সরকারের সময়ে ২০০৯ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৯.৩ শতাংশে। ২০১০ সালে তা আরো কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৭.৬ শতাংশে। এভাবে ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে তা কমে হয়েছে যথাক্রমে ১৫.৭, ১৩.৮ ও ১১.৯ শতাংশ। সর্বশেষ ২০১৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭.৯ শতাংশে।

সারণি-২৫: অতি দারিদ্র্যের হার হ্রাসের চিত্র

সাল	অতি দারিদ্র্যের হার (শতাংশে)
১৯৭২	৪৪
২০০৬	২৪.২
২০০৭	২২.৬
২০০৮	২০.৯৮
২০০৯	১৯.৩
২০১০	১৭.৬
২০১১	১৫.৭
২০১২	১৩.৮
২০১৩	১১.৯
২০১৪	৯.৯
২০১৫	৭.৯

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ও জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫

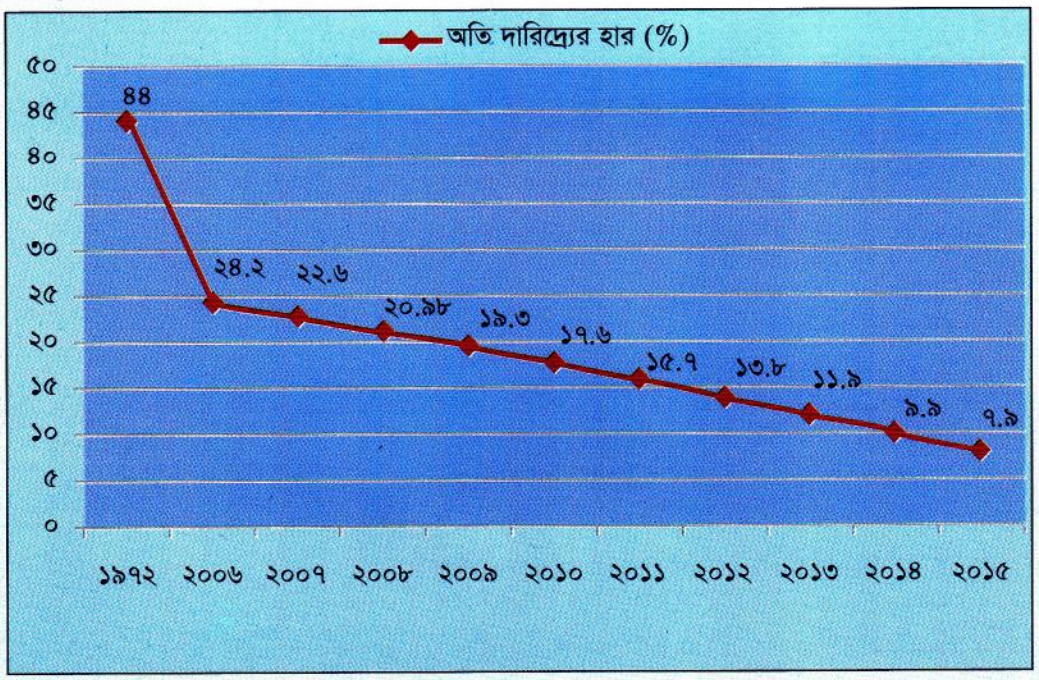

চিত্র-২১: অতি দারিদ্র্যের হার হ্রাস

মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস

শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নের ফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতি লাখে ৩৩২ জন। বর্তমানে মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখে ১৭০ জন। ২০১৫ সালে মাতৃমৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ১.৯৭ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ২.০৩ শতাংশ। ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালে এ হার ছিল যথাক্রমে ২.৫৯, ২.১৬ এবং ২.০৯ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ২.০৫ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ২.১০ শতাংশ। শহরে এ হার দাঁড়িয়েছে ১.৮৫ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ১.৯০ শতাংশ।

সারণি-২৬: মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের চিত্র

সাল	মাতৃমৃত্যুর হার (শতাংশে)
২০০২	৩.৯১
২০০৩	৩.৭৬
২০০৪	৩.৬৫
২০০৫	৩.৪৮
২০০৬	৩.৩৭
২০০৯	২.৫৯
২০১০	২.১৬
২০১১	২.০৯
২০১২	২.০৩
২০১৫	১.৯৭

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চিত্র-২২: মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস

শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস

বর্তমানে শিশুমৃত্যুর হারও পূর্বের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ২৫০ জন। ২০১৪ সালে তা কমে ৩৩ জনে নেমে এসেছে।

সারণি-২৭: শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের চিত্র

সাল	শিশুমৃত্যুর হার (হাজারে)
১৯৭২	২৫০
২০০২	৫৩
২০০৩	৫৩
২০০৪	৫২
২০০৫	৫০
২০০৬	৪৫
২০০৭	৪৩
২০০৯	৩৯
২০১০	৩৬
২০১১	৩৫
২০১২	৩৩
২০১৪	৩৩

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

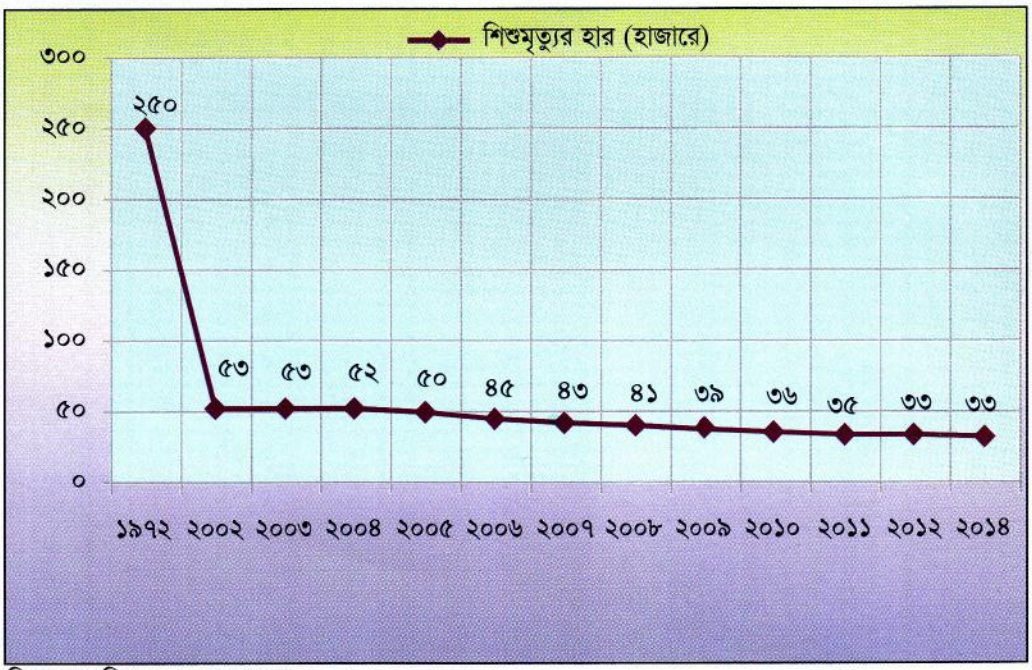

চিত্র-২৩: শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস

রপ্তানি আয় বৃদ্ধি

শিক্ষা প্রসারের ফলে সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রপ্তানি আয় পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বেড়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ সালে তা বেড়ে ৩৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

সারণি-২৮: রপ্তানি আয় বৃদ্ধির চিত্র

সাল	১৯৭২	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০১১-১২	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)	৩.৪৮	১৪.১	১৫.৬	২৪.৩	৩০.২	৩৩.৫

সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫

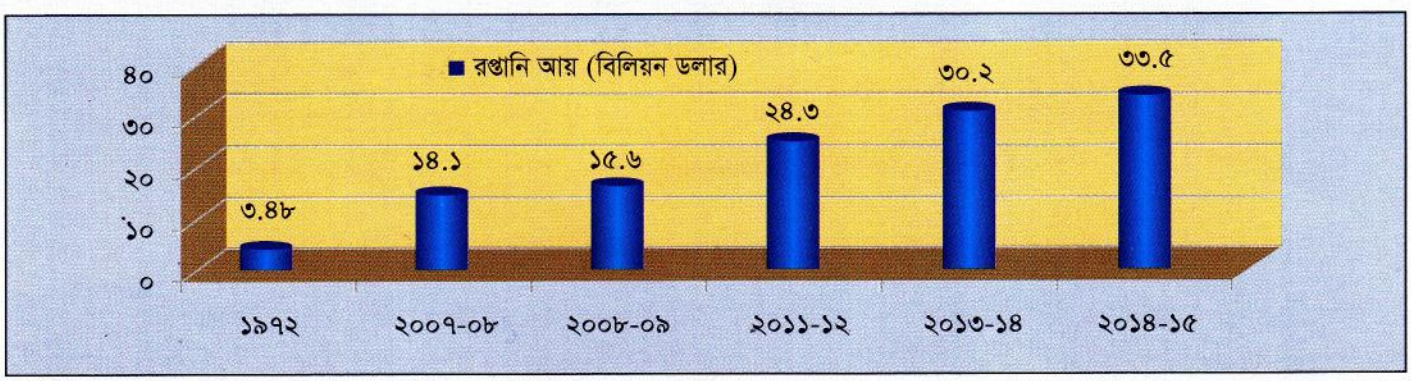

চিত্র-২৪: রপ্তানি আয় বৃদ্ধি

রেমিটেন্স বৃদ্ধি

শিক্ষার অগ্রগতির ফলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়েছে। যার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং উক্ত কারণে বাংলাদেশের রেমিটেন্সও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রেমিটেন্স ছিল ৩.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪ সালে তা বেড়ে ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি-২৯: রেমিটেন্স বৃদ্ধির চিত্র

সাল	২০০৪-০৫	২০০৬	২০০৮	২০০৯	২০১২	২০১৩	২০১৪
রেমিটেন্স (বিলিয়ন ডলার)	৩.৮৪	৫.০৮	৯.০০	৯.৭০	১৪.১৭	১৪.২৩	২৩

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক

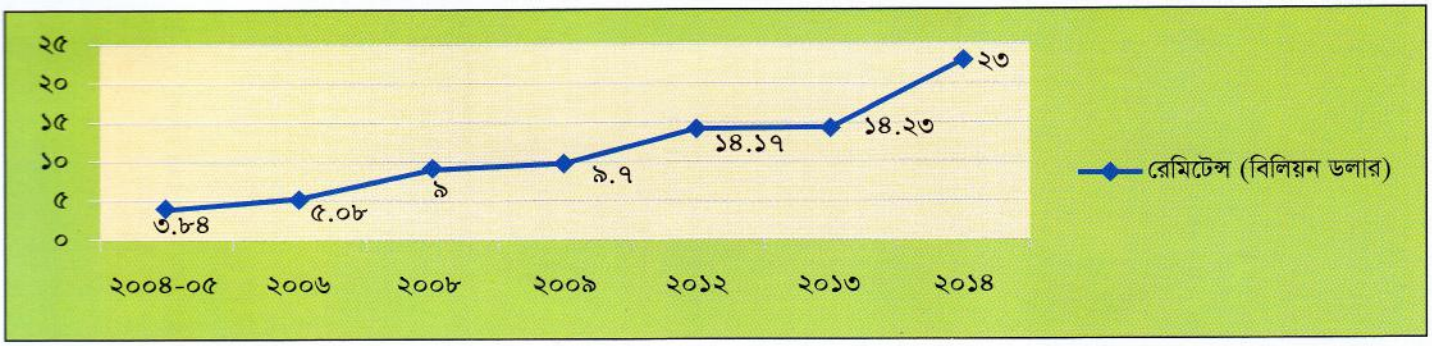

চিত্র-২৫: রেমিটেন্স বৃদ্ধি

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ১.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ২৬.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সারণি-৩০: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির চিত্র

সাল	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলার)
১৯৭২	১.১৯
২০০৫-০৬	৩.৪৮
২০০৮-০৯	৭.৫০
২০১২-১৩	১৫.৩
২০১৪-১৫	২৩.৭
২০১৫	২৬.০*

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫, * দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ আগস্ট ২০১৫

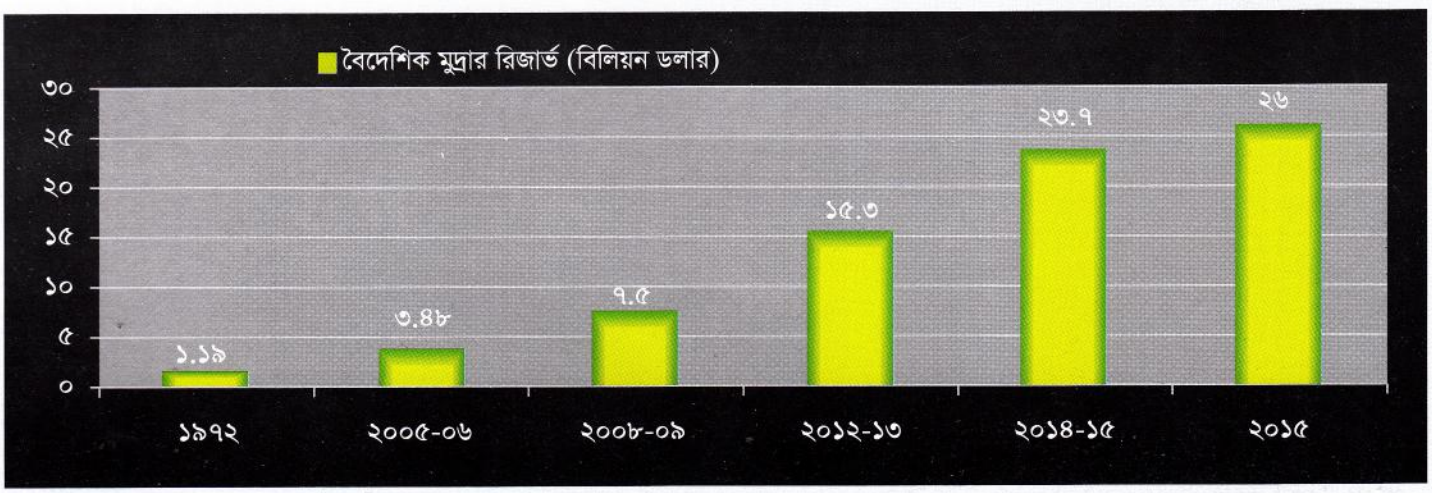

চিত্র-২৬: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি

বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। ২০০৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ছিল মাত্র ৪,৫৮৩ মেগাওয়াট। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৬৭৫ মেগাওয়াটে।

সারণি-৩১: বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির চিত্র

সাল	২০০৬	২০০৭	২০০৯	২০১২	২০১৩	২০১৪-১৫
বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)	৪,৫৮৩	৪,১৩০	৪,৯৪২	৬,৩৫০	১১,২৬৫	১৩,৬৭৫

সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫।

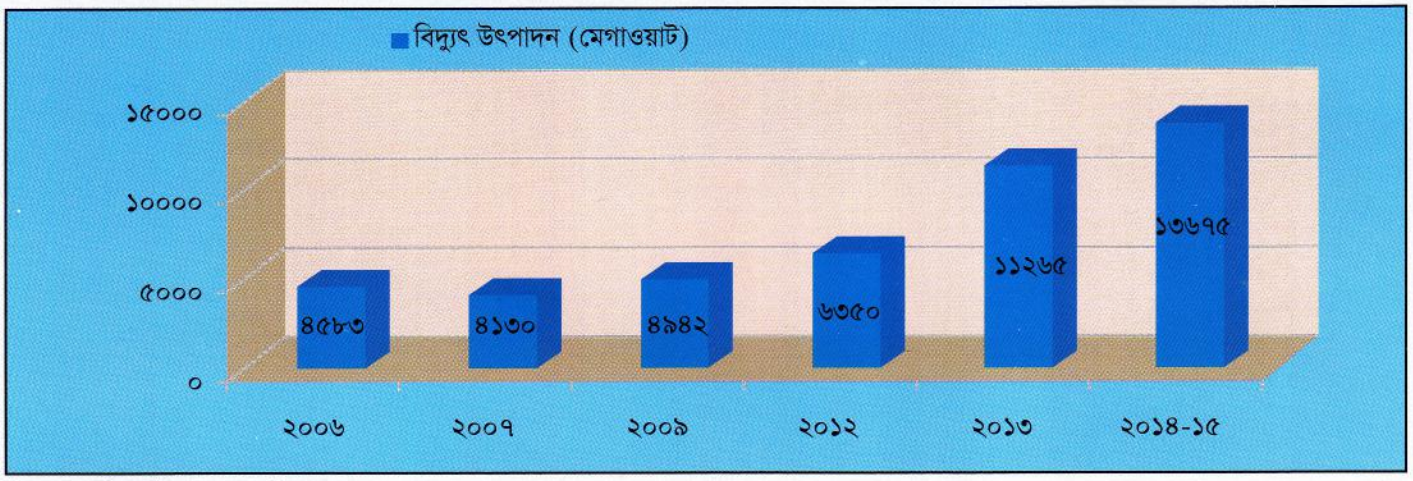

চিত্র-২৭: বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি

শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

শিক্ষা প্রসারের ফলে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। ফলে শ্রম বাজারে এখন পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সমগ্র কর্মশক্তির মাত্র ৪.১ ভাগ ছিল নারী। ১৯৯৫ সালে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ১৫.৮%। ২০১১-১২ সালে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৯.১%। ২০১৪ সালে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০% এ উন্নীত হয়েছে।

সারণি-৩২: শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির চিত্র

সাল	১৯৭২	১৯৯৫	২০০২-২০০৩	২০০৫-২০০৬	২০১১-২০১২	২০১৪
শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার (%)	৪.১	১৫.৮	১৬.১	২৬.২	৩৯.১	৪০

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

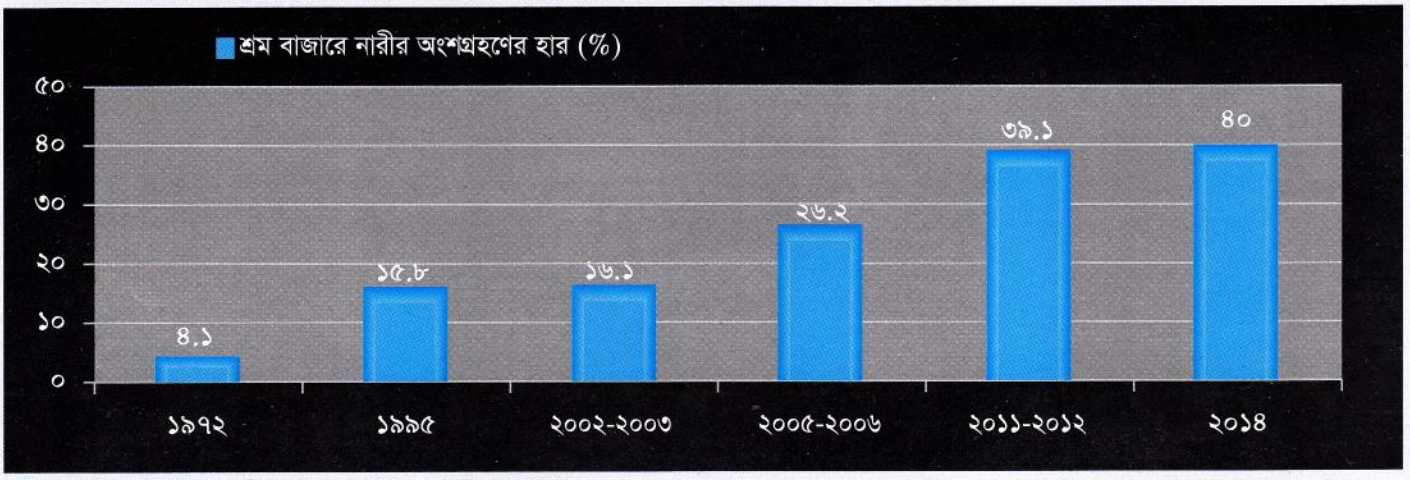

চিত্র-২৮: শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি

প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতি

শিক্ষা প্রসারের ফলে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। ১৯৭৫ সালে দেশে নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা ছিল ৬.৩ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালে তা কমে দেশে নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা দাঁড়ায় ৩.৪। সর্বশেষ ২০১৪ সালে দেখা যায় যে, তা আরো হ্রাস পেয়ে ২.৩ শতাংশে নেমে আসে।

সারণি-৩৩: প্রজনন হার হ্রাসের চিত্র

সাল	১৯৭৫	১৯৮৯	১৯৯১	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৯-০০	২০০৪	২০০৭	২০১১	২০১৪
প্রজনন হার (%)	৬.৩	৫.১	৪.৩	৩.৪	৩.৩	৩.৩	৩	২.৭	২.৩	২.৩

সূত্র: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস), ২০১৪

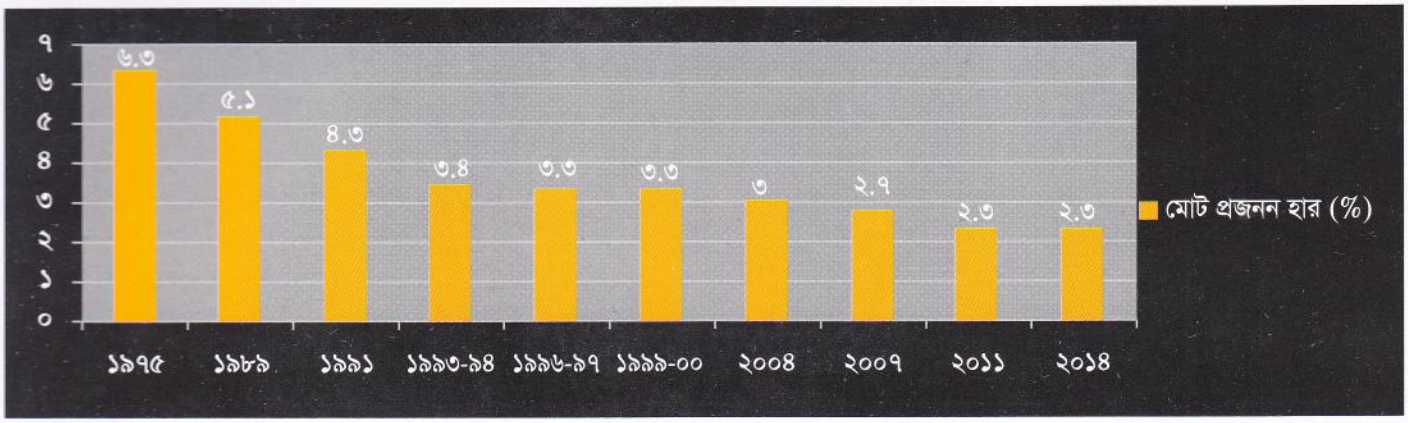

চিত্র-২৯: প্রজনন হার হ্রাস

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি

শিক্ষা প্রসারের ফলে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৭২ সালে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিল ৭.৭ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিল ৪৫ শতাংশ। ২০১১ সালে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার হয়েছে ৬১ শতাংশ। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ শতাংশে।

সারণি-৩৪: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধির চিত্র

সাল	১৯৭২	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৯-০০	২০০৪	২০০৭	২০১১	২০১৪
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার (%)	৭.৭	৪৫	৪৯	৫৪	৫৮	৫৬	৬১	৬২

সূত্র: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস), ২০১৪

চিত্র-৩০: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি

স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি

শিক্ষা প্রসারের ফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে স্যানিটেশন পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭ শতাংশে।

সারণি-৩৫: স্যানিটেশন পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধির চিত্র

সাল	১৯৮০	১৯৯০	২০০৩	২০১০	২০১৫
স্যানিটেশন পদ্ধতি ব্যবহারের হার (%)	৬	১১	৪৩	৫৬	৯৭

সূত্র: Water and Sanitation MDG in Bangladesh, World Bank, বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম, ২/৯/১৫

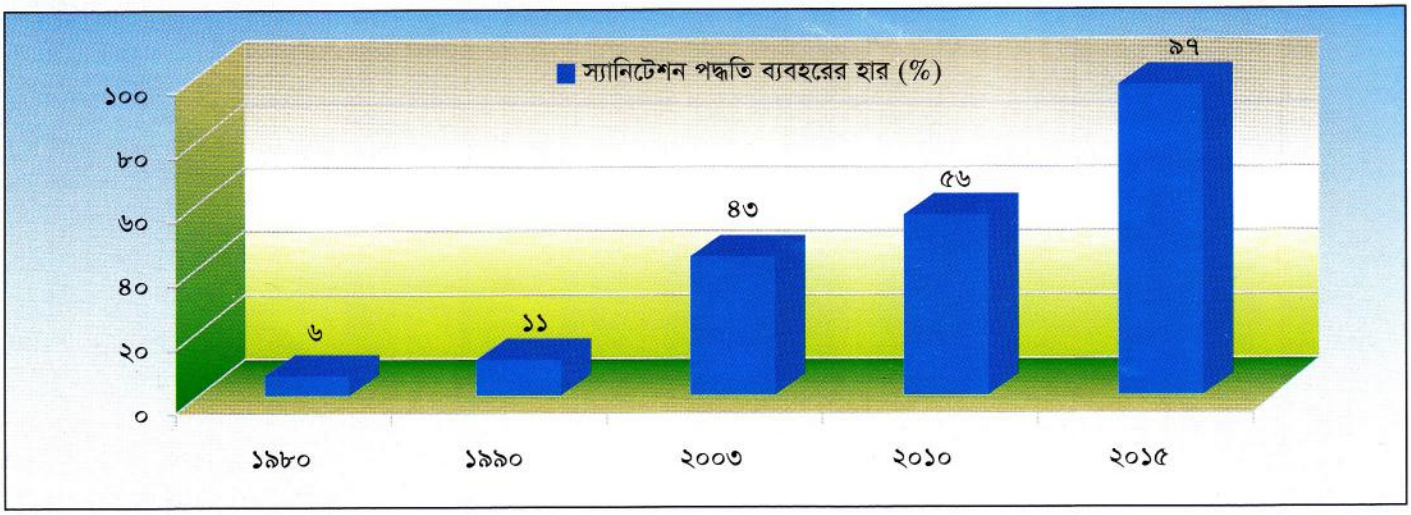

চিত্র-৩১: স্যানিটেশন পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি

শিক্ষা প্রসারের ফলে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ২০০৪ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মোট ৪০ লক্ষ। ২০১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫ কোটি ৭ লক্ষ।

সারণি-৩৬: ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	২০০৪	২০১১	২০১৩	২০১৪	২০১৫
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (কোটি)	০.৪০	৩.১০	৩.৫	৪.৮০	৫.০৭

সূত্র:The Daily Star, 2 September, 2015

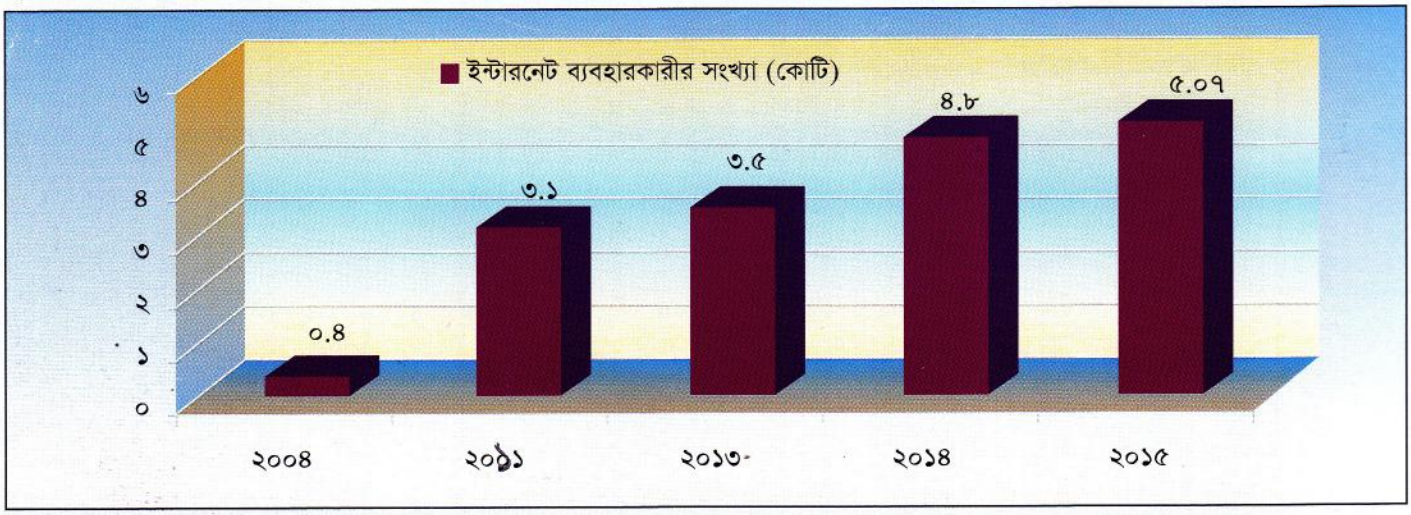

চিত্র-৩২: ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ফলে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে চাল আমদানি করতে হচ্ছে না বরং সুগন্ধি চাল বিদেশে রফতানি করা হচ্ছে। ১৯৭২-৭৩ সালে খাদ্যশস্য (চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপন্ন হয়েছিল ১০০ লক্ষ মে. টন। ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৬৮.৩৯ লক্ষ মে. টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বেড়ে হয়েছে ৩৮৩ লক্ষ মে. টন।

সারণি-৩৭: খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চিত্র

সাল	১৯৭২-৭৩	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৪-১৫
খাদ্যশস্যের উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	১০০	৩৩৩.০৩	৩৪৫.৯৬	৩৬০.৬৫	৩৬৮.৩৯	৩৭২.৬৬	৩৮৩

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়

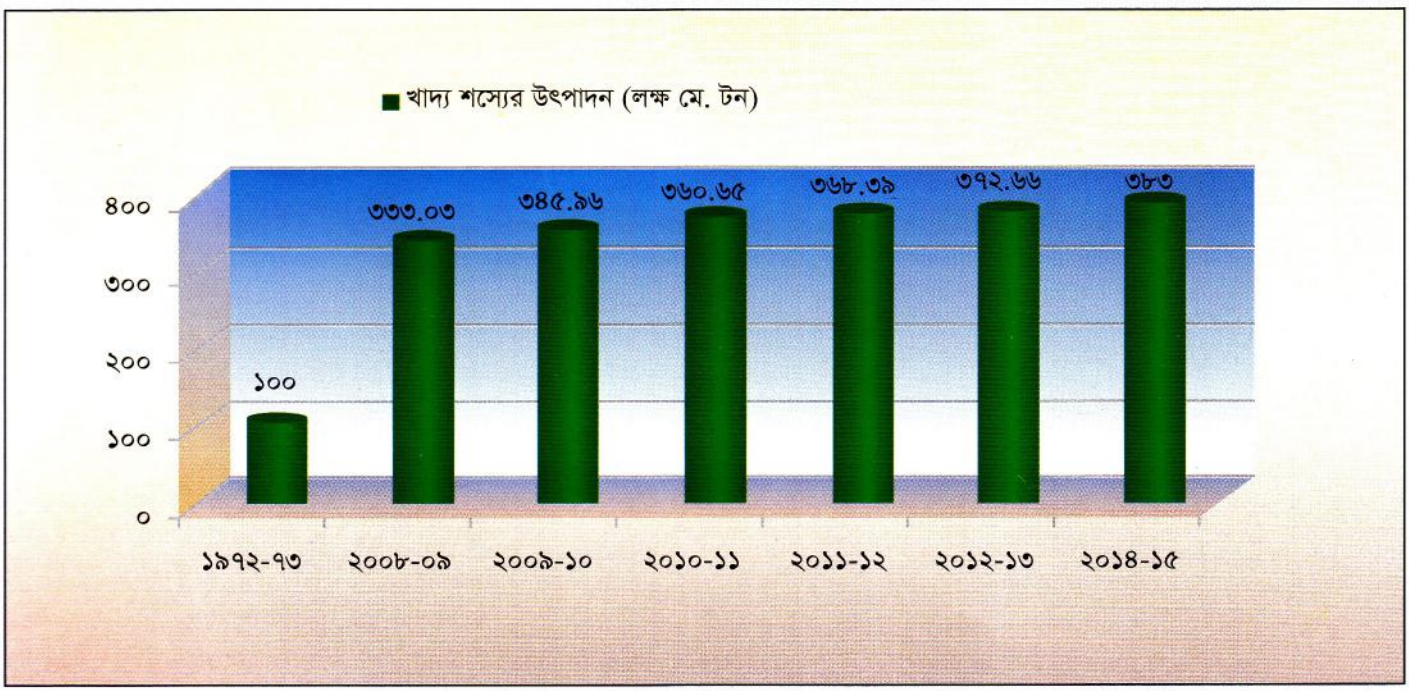

চিত্র-৩৩: খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

স্বপ্ন আপনার
দায়িত্ব আমাদের...

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের নিশ্চিত সেবায় গ্রাহকের অটুট আস্থা

বেসিক ডাবল বেনিফিট স্কীম

স্বাচ্ছন্দে দ্বিগুণ করুন আমানত

- জমাকৃত অর্থ ৬ বছরে দ্বিগুণ

বেসিক মাসিক বেনিফিট স্কীম

লভ্যাংশ বুঝে নিন নিয়মিত

- হাজার টাকা মুনাফা প্রতি মাসে প্রতি লাখে

বেসিক প্রিমিয়াম প্লাস কারেন্ট এ্যাকাউন্ট

- চলতি হিসাবে মুনাফা
- ফ্রি রেমিটেন্স সুবিধা

* আমানতের অনুকূলে ঋণ সুবিধা
* বিধান ও শর্ত প্রযোজ্য

BASIC

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

শতভাগ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক

www.basicbanklimited.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বিচক্ষণ নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) নির্বাহী পরিচালক অ্যাচিম স্টেইনার এর কাছ থেকে পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার **"Champions of the Earth"** গ্রহণ করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ী নং-৪৪, সড়ক নং- ১২/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ই-মেইল: md_pmedutrust@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pmedutrust.gov.bd